Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:একটি পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইজারা ইরিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৫৪

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:একটি পর্যালোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইজারা ইরিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৫৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:একটি পর্যালোচনা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইজারা ইরিন , আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৫৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:একটি পর্যালোচনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইজারা ইরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ইজারা ইরিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৫৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	পরিচয়পত্র	১
	ঘোষণাপত্র (Declaration)	২
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)	৩
	সূচিপত্র	৪-৬
	সারসংক্ষেপ (Abstract)	৭-৮
অধ্যায়ঃ ১	ভূমিকা	৯-১০
অধ্যায়ঃ ২	কুরআনি শিক্ষার গুরুত্ব	১১-২০
অধ্যায়ঃ ৩	কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক প্রভাব ও তার প্রতিকার	২১-৩৮
৩.১	কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার পারিবারিক ক্ষতি	২১-২৪
	৩.১.১ পারিবারিক শান্তি ও প্রশান্তি বিলুপ্ত হওয়া	২১
	৩.১.২. সংকীর্ণ ও অভাবগ্রস্ত জীবনযাত্রার মুখোমুখি হওয়া	২২
	৩.১.৩. পরিবারে শয়তানের আধিপত্য ও কলহ বৃদ্ধি	২২
	৩.১.৪ নৈতিক অবক্ষয় এবং সন্তান গঠনে ব্যর্থতা	২২-২৩
	৩.১.৫ পারিবারিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া ও বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) বৃদ্ধি	২৩
	৩.১.৬ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া (Sila-e-Rahm এর অভাব)	২৩-২৪
৩.২.	আর্থিক সমস্যা	২৪-
	৩.২.১. ইহকালীন জীবন সংকীর্ণ ও বরকতহীন হওয়া	২৫
	৩.২.২. রিযিকের বরকত ও প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া	২৫
	৩.২.৩. সুদ, হারাম উপার্জন ও আর্থিক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া	২৬
	৩.২.৪. অপচয় এবং সম্পদের অপব্যবহার বৃদ্ধি	২৬
	৩.২.৫. কৃপণতা এবং এর ফলে সম্পদ বিনষ্ট হওয়া	২৭
	৩.২.৬. মানসিক অশান্তি দূর করতে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় (Medical & Psychological Drain)	২৭
	৩.২.৭. পরকালীন চিরস্থায়ী দেউলিয়াত্ব (The Ultimate Financial Loss)	২৭-৩০
৩.৩	নৈতিক অবক্ষয়	২৯-৩০
৩.৪.	সামাজিক অশান্তি	৩০-৩৪
	৩.৪.১. পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা-বিদ্বেষ এবং গীবতের সয়লাব:	৩০-৩১

	৩.৪.২. পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস এবং বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) বৃদ্ধি	৩১-৩২
	৩.৪.৩. বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা ও 'ওল্ড এজ হোম' সংস্কৃতির বিস্তার	৩১-৩২
	৩.৪.৪. সমাজে জুলুম, খুন-খারাবি ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি	৩৩
	৩.৪.৫. নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া ও অবক্ষয়	৩৪
	৩.৪.৬. সমাজে মাদক ও জুয়ার বিস্তার এবং অপরাধের বিস্তার	৩৪
	৩.৪.৭. সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের অনুপস্থিতি	৩৫
৩.৫	মানসিক ও আত্মিক সমস্যা	
	৩.৫. ১ আত্মিক ক্ষতি: ৩.৫.২ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা : ৩.৫.৩ ইবাদতে স্বাদ ও একাগ্রতা হারিয়ে যাওয়া: ৩.৫.৪ শয়তানের কুপ্রভাব ও পঙ্কিলতায় আসক্তি: ৩.৫.৫ মানসিক ক্ষতি:	৩৬
	৩.৫.৬ হতাশা ও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা (Anxiety and Depression): ৩.৫.৭ পার্থিব মোহের অন্ধ দৌড়: ৩.৫.৮ মৃত্যুভীতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম আতঙ্ক: ৩.৫.৯ আচরণগত ও নৈতিক অবক্ষয় ও অহংকার : ৩.৫.১০ সম্পর্কের বিপর্যয়:	৩৭
৩.৬.	শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব	
	৩.৬.১ চরিত্রের অবনতি:	৩৭-৩৮
	৩.৬.২ ভোগবাদী মানসিকতা: ৩.৬. ৩পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ	৩৮
অধ্যায়ঃ ৪	৪.১ যুবসমাজের দিক ভ্রান্তী	৩৯-৪০
	৪. ২ কুরআনি শিক্ষার অভাব ও নারীবাদ ৪. ২. ১ কুরআনি শিক্ষা বনাম পশ্চিমা নারীবাদ: ধারণাগত পার্থক্য ৪. ২. ২ কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই কেন নারীবাদের উত্থান? ৪. ২.৩ মুসলিম সমাজে নারীবাদের নেতিবাচক প্রভাব ৪. ২.৪ পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙন ও ডিভোর্স বৃদ্ধি	৪১

	৪. ২.৫ জেন্ডার ভূমিকা বিপর্যয়	
	৪. ২.৫ জেন্ডার ভূমিকা বিপর্যয় :	৪৪
৪.৩	কুরআনি শিক্ষার অভাব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার:	
	৪.৩. ২ সমাজে ইনসাফ ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিস্তার	৪৯-৫০
অধ্যায়ঃ৫	কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার নৈতিক ক্ষতি ও তার প্রতিকার	
	৫.১.নৈতিক অবক্ষয় এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য না	৫১-৫৩
	৫.২.আত্মিক শূণ্যতা ও পঙ্কীলতা	৫৩-৫৫
	৫.৩.জবাবদিহিতার অভাব	৫৫-৫৬
	৫.৪.মানবিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের পতন	৫৭
	৫.৫.পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিপর্যয়	৫৮-৬০
	৫.৬.জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি আসক্তি	৬১-৬২
	৫.৭.নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে চরম দেউলিয়াত্ব	৬২-৬৪
অধ্যায়ঃ৬	সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি	৬৫-৬৭
	৬.২ কুরআন ও হাদীসের গভীরে প্রবেশ করলে এই সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়াটিকে আরও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়:	৬৮-৭০
	৬.৩ একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা:	৭১-৭৩
অধ্যয়ঃ৭	৭.১ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায়	৭৪-৭৮
	৭.২ কুরআনি শিক্ষার অভাব ও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা: একটি সামগ্রিক ও গভীর বিশ্লেষণ	৭৯-৮২
অধ্যায়ঃ৮	কুরআনি শিক্ষার সফলতা	৮৩-৮৫
অধ্যায়ঃ ৯	গবেষণার আলোকে সুপারিশমালা (Recommendations) গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study) উপসংহার(Conclusion) তথ্যসূত্র(Reference)	৮৬-৮৯

সারসংক্ষেপ (Abstract)

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, শান্তি, সাম্য ও নৈতিকতার নির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, বৈষম্য ও মূল্যবোধের সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি বিশ্লেষণ করা সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণায় **কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা** করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত (ছঁধষরঃধঃরাব) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিস, তাফসীর গ্রন্থ, প্রাসঙ্গিক ইসলামী ও একাডেমিক সাহিত্য ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক বৈষম্য, অপরাধপ্রবণতা এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। অপরদিকে কুরআনের শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে তাকওয়া, সততা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও সুশাসন নিশ্চিত করে। কুরআন একটি বিপ্লবী জীবনদর্শন, যা জাহিলিয়াতমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম।

গবেষণায় ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআনভিত্তিক শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণা ইসলামী শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং সমকালীন মানবসমাজে কুরআনের শাশ্বত প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরবে।

পবিত্র কুরআন কেবল একটি ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবচরিত্র গঠন ও কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণের এক শাশ্বত জীবনবিধান। বর্তমান যুগে এই ঐশী আলো ও হেদায়েত থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে এক গভীর নৈতিক ও সামাজিক

বিপর্যয় নেমে এসেছে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কুরআনের অনুপস্থিতি মানুষের মন থেকে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয় (তাকওয়া) দূর করে দিচ্ছে; ফলে সততা, আমানতদারিতা ও আত্মশুদ্ধির মতো মানবিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে গিয়ে সমাজজুড়ে চরম স্বার্থপরতা, অশ্লীলতা ও চারিত্রিক স্খলন মহামারী আকার ধারণ করেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী; কুরআনি অনুশাসনের অভাবে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, জুলুম ও অপরাধপ্রবণতা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। মূলত, কুরআন নির্দেশিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের অবক্ষয়ের কারণেই আজ সমাজ ব্যবস্থা এক চরম বিশৃঙ্খলা ও দিশেহারা অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কুরআনি শিক্ষা থেকে এই দূরত্ব মানবজাতিকে বাহ্যিক ও বৈষয়িক উন্নতির চাকচিক্য দিলেও, আত্মিকভাবে এক চরম নৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং অশান্তিময় সামাজিক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

(Keywords): কুরআন শিক্ষা, সামাজিক ক্ষতি, নৈতিক অবক্ষয়, ইসলামী সমাজব্যবস্থা, জাহিলিয়াত, নৈতিকতা, কুরআনভিত্তিক শিক্ষা।

অধ্যায়ঃ ১

ভূমিকা

আল-কুরআন কেবল মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলির চূড়ান্ত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এই ঐশী গ্রন্থে। কিন্তু আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও আমরা এক গভীর নৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

ব্যক্তিগত জীবনে সততা, পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব আজ সর্বত্র দৃশ্যমান। এই অস্থিরতার মূলে রয়েছে কুরআনি শিক্ষা ও আদর্শ থেকে আমাদের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব। যখন একটি সমাজ তার মূল নৈতিক উৎস থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সেখানে মানবিকতার চেয়ে পাশবিকতা এবং সংহতির চেয়ে বিভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে কুরআনি শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার ফলে আমাদের সমাজ জীবনে যে অপূরণীয় নৈতিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এবং এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতাসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর পরিণাম সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন:আয়াত: "আর যে আমার স্মরণ (শিক্ষা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সূরা তাহা, আয়াত: ১২৪)

ব্যাখ্যা: এখানে ‘সংকীর্ণ জীবন’ বলতে কেবল অভাব-অনটন নয়, বরং মনের অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা এবং নৈতিক দিশেহারা অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। সামাজিক অস্থিরতার মূল কারণ হলো মানুষের ভেতরের এই মানসিক ও আত্মিক সংকট।

সমাজে যখন কুরআনি ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের শিক্ষা থাকে না, তখন ক্ষমতাশালীরা দুর্বলের ওপর জুলুম করে। এর ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। কুরআন আমাদের নির্দেশ

দেয়:আয়াত: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।" (সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫)

ব্যাখ্যা: বর্তমান সমাজে দুর্নীতির যে বিস্তার আমরা দেখি, তার প্রধান কারণ হলো নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকার এই কুরআনি শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি।

কুরআনি শিক্ষা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যখন সমাজ এই শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন অশ্লীলতা ও নৈতিক স্খলন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে।আয়াত: "নিশ্চয়ই নামাজ (যা কুরআনি শিক্ষার অংশ) অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

ব্যাখ্যা: ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে লজ্জাশীলতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার যে মাপকাঠি কুরআন দিয়েছে, তা অনুসরণ না করার কারণেই বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অভাব দেখা দিচ্ছে।

কুরআন মানুষকে পরস্পরের ভাই হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই শিক্ষা না থাকায় আজ সমাজ হিংসা, ঘৃণা এবং দলাদলিতে লিপ্ত।আয়াত: "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) শক্তভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)

ব্যাখ্যা: সামাজিক ঐক্য ধরে রাখার একমাত্র ভিত্তি হলো কুরআন। এই ভিত্তি যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন তুচ্ছ কারণে মানুষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

এই পুরো গবেষণাপত্রে আমি কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে যে সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

অধ্যায়ঃ ২

কুরআনি শিক্ষার গুরুত্ব

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। পূর্ব পূবর্বর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কুরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কুরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।(সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

হিদায়াতের এই কিতাব আল -কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। নিম্নে আল-কুরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেআলোচনা করা হলো আল-কুরআন শিক্ষা করা ফরজ আল- কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।(সূরা আলাক-১)

এখানে ইক্বরা, অর্থঃ পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসমুলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা যিনার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। আর এটার বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.)।

আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।(সূনান ইবনে মাজা) জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে

উঠিয়ে নেয়া হবে।(সূনা সূন আত-তিরমিযি) তাই, আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কুরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কুরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কো রআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলে ছেন। তবে যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আউযুবিযু ল্লাহি মিনাশ শাইতারিজ রাজীম অর্থাৎ শয়তা নের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল-কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।(সূরা আন-নাহল-৯৮)

হাদিস হতে কিছু কথাঃ-

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَعَلَّمَهُ الْقُرْاٰنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَيْرُكُمْ

যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বুখারী

মুসলিম শরীফে আছে :

وَمِنْ اَرْبَعٍ مِنْ خَيْرٌلَّهُ وَاَرْبَعٌ ثَلَاثٍ مِنْ خَيْرٌلَّهُ وَثَلَاثٌ نَاقَتَيْنِ مِنْ لَّهُ خَيْرٌ اٰيَتَيْنِ اللهِ كِتَابِ مِنْ فَيَتَعَلَّمُ الْمَسْجِدِ اِلٰى اَحَدُكُمْ يَغْدُوْا اَفَلَا الْاِبِلِ مِنَ اَعْدَادِهِنَّ.

তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।

আল- কুরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজেই বান্দা কে কুমন্ত্রণা দেয়। তবে কুরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে। কোরআনের কথা যেন মানুষ বুঝতে না পারে, সে জন্য শয়তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকে। মুসলমানরা কুরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন।

এজন্য আমাদের উচিত আল- কুরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা। আল-কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কুরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে,

নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরপুস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।(সূরাআল-মায়েদা- ১৫-১৬)

আল-কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তা কে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। (সূনান আত-তিরমিযি) অতএব, আমাদের জীবন চলার পাথ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কুরআন শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে।

কুরআন শরীফের আয়াত উট অপেক্ষা অধিক ভাল, ইহা বুঝতে বেশী কিছু চিন্তার দরকার হয় না। কারণ, উট তো একমাত্র দুনিয়াতেই কাজে আসে, আর কুরআনের আয়াত দুনিয়া ও আখেরাত দু-জাহানে কাজে আসে। এখানে উটকে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা,

আরব দেশের লোকেরা উটকেই বড় সম্পত্তি মনে করে, নতুবা একটি আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বেরও কোন মূল্য হয় না।

এই হাদীস দ্বারা এই উপদেশ লাভ করা যায় যে, সমস্ত কুরআন শরীফ না পড়তে পারলেও যতটুকু পড়ুক না কেন ততটুকুতেই বড় ফযীলত ও অতি বড় নেয়ামত। হাদীসে আছে-

بـ خارى .اَجْرَانِ لَّهٗ شَاقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ وَيَتَتَعْتَعُ الْقُرْاٰنَ يَقْرَأُ وَالَّذِىْ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ مَعَ بِالْقُرْاٰنِ اَلْمَاهِرُ

যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে অনায়াসে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যাঁরা বড়ই পবিত্র, বড়ই সম্মানী এবং যারা লোকের আমলনামা লিখেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু মুখে বাধবাধ ঠেকে এবং বড়ই কঠিন বোধ করে, সে-ও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ এই যে, শুধু পাঠ করার জন্য এক সওয়াব পাবে, আর পড়ার সময় কষ্টের কারণে যে বিরক্ত হয়ে পড়া ক্ষান্ত না করে পড়তে থাকে, তজ্জন্য আর একটি সওয়াব পাবে। -বুখারী শরীফ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভালমত পাঠ করতে না পারা সত্ত্বেও বিরক্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য এই হাদীস কত বড় খোশখবরী (সুসংবাদ) দেওয়া হয়েছে যে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। অন্য হাদীসে আছে-

تـ رمذي .الْخَرِبِ كَالْبَيْتِ الْقُرْاٰنَ مِّنَ شَىْءٌ جَوْفِه فِىْ لَيْسَ الَّذِىْ اِنَّ

যাহার সিনার মধ্যে (অন্তরে) একটুও কুরআন নাই, সে যেন একখানা উজাড় ঘর। -তিরমিযী কোনো মুসলমানের অন্তরই কুরআন শূণ্য থাকা চাই না। হাদীসে আছে-

تـ رمذي . حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ اَلِفٌ بَلْ حَرْفٌ الٓمٓ اَقُوْلُ لَا اَمْثَالِهَا بِعَشْرِ وَالْحَسَنَةُ حَسَنَةٌ بِهٖ فَلَهٗ اللهِ كِتَابِ مِنْ قَرَأَ مَنْ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়েছে এবং উহার হুকুমের উপর আমল করেছে, তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ (মুকুট) পরান হবে, যার আলোক সূর্যের আলোক হতে অধিকতর উজ্জল হবে- যে আলোক দুনিয়াতে যে সূর্য যখন তোমাদের মধ্যে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে হয় অর্থাৎ, সূর্য যখন কাছে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে কত

আলো হয়, সেই তাজের আলো ইহা অপেক্ষাও অধিক হবে। যখন মাতা-পিতার এত বড় মর্তবা হবে, তখন যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন শরীফ পড়বে ও তদনুযায়ী আমল করবে, তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? অর্থাৎ, তার মর্তবা অসীম ও অতুলনীয়।

ছেলে-মেয়েদেরকে যদি সময়াভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা না-ও দেওয়া যায়, তবে (পারা বা সূরা) যতটুকু হউক না কেন, তাই শিক্ষা দেওয়া নেহায়েত দরকার। যদি হিফজ করতে পারে, তবে তো অফুরন্ত ফযীলত।

অনেক মুসলমান নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা দেওয়াটা অধিক গুরুত্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কুরআন সহীহ-শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, একই সাথে কুরআনের প্রতি আদবের শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বহীন।

বর্তমানে মুসলমানদের ঘর ও মসজিদ তিলাওয়াত শূন্য হয়ে গেছে। গুনাহের আসবাব দ্বারা ঘর, দোকান-পাট ভরে গেছে। একসময় মুসলমানদের ঘর-বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। সেখান থেকে এখন আসছে গান-বাদ্যের আওয়াজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বরকতের জন্য কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করা হতো। এখন দোকান-পাটে টি.ভি. ও ভি. সি.ডি. এবং বাদ্য-বাজনার মাধ্যমে উন্নতি কামনা করা হয়। মসজিদে কুরআন মাজীদ থাকলে তা তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখা হয়। অনেক স্থানে শুধু ব্যবস্থাপনার কারণে তিলাওয়াতের সুযোগ হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মসজিদে বা ঘরে কুরআনকে ধরা ছোঁয়ার কেউ নেই। অথচ মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ কর যে, সকাল বেলা বতহান বা আকীক নামক বাজারে যেয়ে কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে দুটি অতি উত্তম উটনী নিয়ে আসবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে গিয়ে দুটি আয়াত পড়া বা দুটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দুটি উটনী হতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হতে উত্তম এবং ঐগুলোর সমপরিমাণ উট হতে উত্তম। -মুসলীম, আবু দাউদ

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ لَهٗ وَجَبَتْ قَدْ كُلُّهُمْ بَيْتِهٖ اَهْلِ مِّنْ عَشَرَةٍ فِىْ وَشَفَّعَهُ الْجَنَّةَ اللهُ اَدْخَلَهُ حَرَامَهٗ وَحَرَّمَ حَلَالَهٗ فَاَحَلَّ فَاسْتَظْهَرَهُ الْقُرْاٰنَ قَرَاَ مَنْ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, (অর্থাৎ, কুরআনের খেলাফ যেন কোনো আকীদা না হয়। উপরে আমলের কথা বলা হয়েছিল, এখানে আকীদার কথা বলা হলো।) আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল। -তিরমিযী

এই হাদীসে কুরআন শরীফ হিফজ করার ফযীলত আরো বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মা-বাবা। অতএব, মা বাবার জন্য যে সুপারিশ ও বখশিশ হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নাই। নিজের ছেলেকে হাফেজ বানাবে যে কত বড় ফযীলত তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْقُرْاٰنِ وَتِلَاوَةِ الْمَوْتِ ذِكْرِ كَثْرَةُ قَالَ جِلَائُهَا؟ وَمَا اللهِ رَسُوْلَ يَا قِيْلَ الْمَاءُ اَصَابَهُ اِذَا الْحَدِيْدُ يَصْدَءُ كَمَا تَصْدَءُ الْقُلُوْبَ هٰذِهِ اِنَّ.

بيهقى

পানি লাগলে লোহায় যেরূপ মরিচা ধরে, সেই রকম মানুষের দিলেও মরিচা ধরে। (মজলিস হতে) আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেই জিনিস কি যাদ্বারা দিলকে সাফ করা যায়? রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করলে এবং কুরআন শরীফ পড়তে থাকলে। (দিল সাফ থাকে, মরিচা ধরে না)। -বায়হাকী

حَسَنٌ فَكُلٌّ اقْرَؤُوْا فَقَالَ وَالْعَجَمِىُّ الْعَرَبِىُّ وَفِيْنَا الْقُرْاٰنَ نَقْرَأُ وَنَحْنُ ﷺ اللهِ رَسُوْلُ عَلَيْنَا خَرَجَ قَالَ جَابِرٍ وَعَنْ

হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমতাবস্থায় তাশরীফ আনলেন, যখন আমরা কুরআন শরীফ পাঠ করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল। (আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আরবী লোক ছিল,

তারা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারত, আর কয়েকজন পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল, যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারত না।) হযরত বললেন, পড়তে থাক, সবই ভাল্

অর্থাৎ চেষ্টা করতে থাক যদি তা সত্ত্বেও ভালো পড়তে না পার তাতে মন ছোট করো না, আর যারা ভালো পড়তে পারে, তারা যেন তোমাদেরকে ঘৃণা না করে। (আল্লাহ তাআলা দিল দেখেন।) একথা দ্বারা বুঝা গেল যে,জবান (মুখ) সাফ নয় বা বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় সহীহ করে (শুদ্ধ করে) পড়তে পারা যাবে না, সুতরাং সওয়াব কি হবে? বরং গোনাহ (পাপ) হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন মনে করা উচিত নয়। বরং রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে সান্তনা দিয়ে পড়তে বললেন।

মিশকাত শরীফে আছে-

الْقِيَامَةِ يَوْمَ نُوْرًا لَهٗ كَانَتْ تَلَاهَا وَمَنْ مُّضَاعَفَةٌ حَسَنَةٌ لَهٗ كُتِبَتْ اللهِ كِتَابِ مِنْ اٰيَةٍ اِلٰى اسْتَمَعَ مَنِ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি আয়াত শুনার জন্যও কান লাগাবে অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শুনবে, তাকে এমন একটি নেকি (পূণ্য) দেওয়া হবে, যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (কতদূর যে বাড়বে তার কোন সীমা নির্দেশ করেন নাই। অতএব, আল্লাহ তাআলার রহমতের দরবারে আশা করা যায় যে, ইহা ধারণাতীত বাড়বে।) আর যে ব্যক্তি সে আয়াতটি পাঠ করবে, তার জন্য সেই আয়াতটি কিয়ামতের দিবসে একটি উজ্জল নূর হবে আহমদ

কুরআন শরীফ কত বরকতের জিনিস। যদি নিজে পড়তে না পারে, তবে কোনো কুরআন পাঠকের পড়ার দিকে কান লাগিয়ে শুনলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। হে আল্লাহর বান্দা! ইহা তো কিছুই কঠিন নয়। (এখনও জাগ, আখেরাতের জন্য একটু চিন্তা কর, অলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ কর, আর ঘুমে বিভোর থেকো না।)

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يَوِ يَأْتِىْ فَاِنَّهٗ الْقُرْاٰنَ اِقْرَؤُوْا

(হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করতে থাক; কেননা যারা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফ তাদের জন্য সুপারিশ করবে (তাদেরকে দোযখ হতে বাঁচিয়ে দিবে)।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

ثُمَّ الْكَرَامَةِ حُلَّةُ فَيُلْبَسُ زِدْهُ رَبِّ يَا يَقُوْلُ ثُمَّ الْكَرَامَةِ تَاجُ فَيُلْبَسُ حَلِّهِ رَبِّ يَا الْقُرْاٰنُ فَيَقُوْلُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقُرْاٰنِ صَاحِبُ يَجِيْئُ
تـ رمذى ـ حَسَنَةٌ اٰيَةٍ بِكُلِّ وَيَزْدَادُ وَارْقَ اِقْرَأْ فَيُقَالُ عَنْهُ فَيُرْضٰى عَنْهُ اِرْضَ يَارَبِّ يَقُوْلُ

কুরআন শরীফ পাঠকারীগণ কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহর দরবারে আসবে, তখন কুরআন শরীফ বলবে,ঙহে আল্লাহ! তাদেরকে সম্মানের লেবাস পরিধান করান। অতঃপর তাদেরকে বড় সম্মানের তাজ পরান হবে। অতঃপর কুরআন শরীফ পুনরায় বলবে,ঙহে আল্লাহ! তাদেরকে আরো দিন¸ তখন তাদেরকে আরো সম্মানের লেবাস পরান হবে। পুনরায় কুরআন শরীফ বলবে, হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান¸ অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং বলবেন:ঙকুরআন শরীফের এক একটি আয়াত পাঠ করো এবং এক একটি উচ্চ দর্জায় আরোহণ করতে থাক।

অন্য এক হাদীসে এই পড়া এবং উপরের দর্জায় চড়ার বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে। যা এরূপ: যে ভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পড়তে সেই রকম পড়তে ও চড়তে থাকো; যে আয়াতে গিয়ে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানেই তোমার থাকার স্থান।

হে মুসলমানগণ!

এই সকল হাদীস খুব চিন্তার সাথে পাঠ করুন। কুরআন শরীফ অমূল্য রত্ন , যত্নের সাথে শিক্ষা লাভ করুন এবং নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন। যদি সহীহ করে পড়তে না পারা যায়, তবে ঘাবরানোর কোনো কারণ নাই। চেষ্টা করতে থাকলেও বহু সওয়াব পাওয়া যাবে। যদি হিফজ (কণ্ঠস্থ) না হয়, তবে দেখে দেখে পড়তে ও পড়াতে থাকবে। তাতে অনেক ফযীলত হাসিল হবে। যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা লাভ করার সময় ও সুযোগ না ঘটে, তবে যারা সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের নিকট বসে শুনলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

সকলেরই জানা আছে যে, যে সকল কাজ অত্যন্ত দরকারী তা করাতে সওয়াব পাওয়া যায়, অথচ তা হাসিল করার উপায়গুলি অর্জন করা যেমন জরূরী বা দরকারী, তেমন তাতে অফুরন্ত সওয়াবও নিহিত আছে।

অতএব, কুরআন শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও নেহায়েত জরূরী এবং তাতে অশেষ সওয়াব আছে। প্রতি গ্রামে মুসলমান ভাইগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন, যাতে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপিত হয়। সেই মক্তবে ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। বয়স্কদেরও কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য কিছু সময় বের করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য সময় মিলে, আর আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য সময় মিলবে না?

শিক্ষক যদি বিনা বেতনে পাওয়া যায়, তবে ভালই। নতুবা সকলে মিলে চাঁদা করে শিক্ষকের জীবিকা নির্বাহের যোগ্য কিছু সম্বল সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ছেলেরা দারিদ্রতার কারণে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যক। এই প্রথা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দেশে এখনও প্রচলিত আছে, যেমন- দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন এবং অন্যান্য মাদরাসায় ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। আর ছেলেরা মক্তবে যতটুকু শিক্ষা করবে, ততটুকু তারা বাড়ীর মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। যদি কেউ আমপাড়া দেখে পড়তে না পারে, তবে অন্ততপক্ষে কিছু সংখ্যক সূরা মুখস্ত পড়ে নেওয়া আবশ্যক।

কুরআনে কারীমের প্রতি ইমামে আ'জমের আযমত

আবু হানীফা রহ. ইজতিহাদে সবচেয়ে বড় ও বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। এ কারণে তাকে 'ইমামে আযম' বলা হয়। তিনি কুরআন শরীফের বড় আশেক ছিলেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিক্হের প্রবর্তন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধীকারী ছিলেন। ইলম ও আলেমদের তিনি খুবই সম্মান করতেন। কুরআন শরীফের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিকতা অনুভব করতেন। তাদের প্রতি ছিল তার ঐকান্তিক ভালোবাসা। তাঁদেরকে খুশি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের সেবায় থাকতেন উৎসর্গিত।

একদিনের ঘটনা। তাঁর ছেলে যেদিন শিক্ষকের নিকট পবিত্র কুরআনের সবক শুরু করল, সেদিন তিনি ছেলের শিক্ষকের খেদমতে পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর যেদিন তাঁর ছেলে সূরা ফাতিহা শেষ করল, সে দিনও তিনি শিক্ষকের খিদমতে পাঁচ হাজার দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে আরয করলেন, "আল্লাহর কসম, যদি আমার নিকট এর চেয়েও বেশি দেরহাম থাকত, তবে অবশ্যই তাও আপনার খেদমতে পেশ করতাম।"

.

অধ্যায়ঃ ৩

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক প্রভাব ও তার প্রতিকার

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন শুধু ইবাদতের গ্রন্থ নয়; এটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। যখন মানুষ কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অশান্তি, অন্যায় ও বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি হয়। তাই সমাজকে সুন্দর ও কল্যাণময় করতে কুরআনি শিক্ষার অনুসরণ অপরিহার্য।

৩.১.কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার পারিবারিক ক্ষতিঃ

একটি সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ পরিবার হলো মানব সমাজের আদিমতম প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি। ইসলামে পারিবারিক জীবনকে ইবাদত এবং প্রশান্তির উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে বর্তমান যুগে কুরআনি শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং ঐশী নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে পারিবারিক স্তরে নানাবিধ সংকট দেখা দিচ্ছে। এই গবেষণাপত্রে কুরআনি শিক্ষা বর্জনের ফলে সৃষ্ট পারিবারিক ক্ষতিগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিন্যাস করা হলো।

৩.১.১ পারিবারিক শান্তি ও প্রশান্তি বিলুপ্ত হওয়া

কুরআনি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা। কুরআন থেকে দূরে সরে গেলে পরিবার থেকে এই ঐশ্বরিক প্রশান্তি বা 'সাকিনাহ' উঠে যায় এবং সেখানে মানসিক চাপ ও অশান্তি দানা বাঁধে।

আল-কুরআনের প্রমাণঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম, আয়াতঃ ২১)

ক্ষতির বিশ্লেষণঃ যখন একটি পরিবার কুরআন তেলাওয়াত, এর অর্থ অনুধাবন এবং আমল থেকে বিচ্যুত হয়, তখন আল্লাহর রহমত ও শান্তি সেই ঘর থেকে উঠে যায়। ফলে সামান্য কারণেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ও তিক্ততা তৈরি হয়।

৩.১.২. সংকীর্ণ ও অভাবগ্রস্ত জীবনযাত্রার মুখোমুখি হওয়া

কুরআনের জ্ঞান ও আল্লাহর স্মরণ (যিকর) থেকে বিমুখ পরিবার বাহ্যিকভাবে যতই ধনী বা বিলাসী হোক না কেন, অভ্যন্তরীণভাবে তারা চরম অশান্তি, অসন্তুষ্টি এবং সংকীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে।

আল-কুরআনের প্রমাণ: আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্টভাবে সতর্ক করে বলেছেন:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাত্রা হবে সংকীর্ণ..." (সূরা ত্ব-হা-১২৪)ক্ষতির বিশ্লেষণ: এখানে 'সংকীর্ণ জীবন' বলতে অন্তরের অশান্তি, অনাচার, এবং সম্পদের বরকত চলে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনি শিক্ষা না থাকায় পরিবারে অপচয়, সুদ, এবং হারাম উপার্জনের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা পারিবারিক জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

৩.১.৩. পরিবারে শয়তানের আধিপত্য ও কলহ বৃদ্ধি

যে ঘরে কুরআনের চর্চা থাকে না, সেই ঘর মূলত শয়তানের চারণভূমিতে পরিণত হয়। শয়তানের প্রধান লক্ষ্যই হলো একটি সুসংগঠিত পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া।

হাদীসের প্রমাণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয় শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ পাঠ করা হয়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৮০)

ক্ষতির বিশ্লেষণ: যে পরিবারে কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনি আলোচনা হয় না, তা মৃত বা কবরস্থানের সমতুল্য। সেখানে শয়তান সহজেই কুপ্ররোচনা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ এবং ঝগড়া-বিবাদ জিইয়ে রাখে।

৩.১.৪ নৈতিক অবক্ষয় এবং সন্তান গঠনে ব্যর্থতা

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হয় পরবর্তী প্রজন্ম। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে সন্তানরা অবাধ্য, মাদকাসক্ত এবং পশ্চিমা অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে পড়ে।

আল-কুরআনের প্রমাণ: আল্লাহ তাআলা পরিবার প্রধানদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন (জাহান্নাম) থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর..." (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬)

হাদীসের প্রমাণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে..." (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৫৫৪)

ক্ষতির বিশ্লেষণ: আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষা সন্তানদের ক্যারিয়ার গঠনে সাহায্য করলেও তাদের 'মানুষ' বা 'উত্তম সন্তান' হিসেবে গড়তে ব্যর্থ হচ্ছে। কুরআনের অনুশাসন না থাকায় সন্তানরা মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যায় এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের অবহেলা বা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়।

৩.১.৫ পারিবারিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া ও বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) বৃদ্ধি

কুরআন মানবজাতিকে একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এবং পিতা-মাতার অধিকার ও কর্তব্য অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনি শিক্ষা না থাকায় পরিবারে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব বা চরম ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা তৈরি হয়।

আল-কুরআনের প্রমাণ (নারীদের অধিকার বিষয়ে):

"...এবং তোমরা তাদের (নারীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)

হাদীসের প্রমাণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যিনি তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৮৯৫)

ক্ষতির বিশ্লেষণ: কুরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে স্বামীরা স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন করে, আবার স্ত্রীরা স্বামীর আনুগত্য ও অধিকারকে খাটো করে দেখে। পারস্পরিক ছাড় দেওয়ার মানসিকতা (Compromise) না থাকায় বর্তমান সমাজে ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদের হার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।

৩.১.৬ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া (Sila-e-Rahm এর অভাব)

ইসলামে শুধু স্বামী-স্ত্রী বা সন্তান নয়, বরং যৌথ পরিবার এবং বংশীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআনি চেতনা হারালে মানুষ স্বার্থপর হয়ে পড়ে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আল-কুরআনের প্রমাণ: আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তাহলে কি তোমাদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করা হবে যে, যদি তোমরা ক্ষমতা পাও, তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এদের প্রতিই আল্লাহ লানত (অভিশাপ) করেন..." (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩)

ক্ষতির বিশ্লেষণ: কুরআনের এই কঠোর হুঁশিয়ারি না জানার কারণে ভাই-বোনের মধ্যে সম্পত্তির লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অহংকার তৈরি হয়, যা পুরো পারিবারিক নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করে দেয়।

উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion & Recommendations)

রিসার্চ পেপারের সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, কুরআনি শিক্ষা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক তিলাওয়াতের নাম নয়, বরং এটি পারিবারিক জীবন পরিচালনার একটি সম্পূর্ণ গাইডলাইন। পরিবারে আল্লাহর কালামের অনুপস্থিতি মানেই হলো সেখানে অন্ধকার, অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার আমন্ত্রণ জানানো।

সুপারিশসমূহ:

১. প্রতিটি পরিবারে দৈনিক অন্তত ১৫-২০ মিনিট অর্থসহ কুরআন অধ্যয়নের মজলিস কায়েম করা।

২. সন্তানদের কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করে শৈশব থেকেই কুরআনের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া।

৩. পারিবারিক যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তিতে সামাজিক প্রথার চেয়ে কুরআনের বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৩.২. আর্থিক সমস্যা

পবিত্র কুরআন কেবল ইবাদত-বন্দেগির কিতাব নয়, বরং এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। কুরআনিক শিক্ষা এবং এর হেদায়েত থেকে দূরে থাকা কেবল আধ্যাত্মিক বা পরকালীন ক্ষতিই ডেকে আনে না, বরং মানুষের ইহকালীন অর্থনৈতিক জীবনকে চরম সংকটাপন্ন ও বরকতহীন করে তোলে। নিচে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল এবং তাফসীর ও আধুনিক অর্থনীতির আলোকে এর আর্থিক, মানসিক এবং সার্বিক জীবনের ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

কুরআনিক শিক্ষা এবং এর হেদায়েত থেকে দূরে থাকা কেবল আধ্যাত্মিক বা পরকালীন ক্ষতিই ডেকে আনে না, বরং মানুষের ইহকালীন জীবনকেও চরম সংকটাপন্ন ও সংকীর্ণ করে তোলে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলসহ এর আর্থিক জীবনের ক্ষতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.২.১. ইহকালীন জীবন সংকীর্ণ ও বরকতহীন হওয়া

কুরআনের আলো থেকে দূরে থাকার সবচেয়ে বড় ইহকালীন শাস্তি হলো জীবনের ভেতরের শান্তি ও সম্পদে বরকত হারিয়ে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে বাইরে থেকে কাউকে ধনী মনে হলেও, কুরআনি শিক্ষা বিবর্জিত জীবনে প্রকৃত স্বস্তি থাকে না।

কুরআনের দলীল:

أَعْمَىٰ الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَن أَعْرَضَ وَمَنْ

"আর যে আমার স্মরণ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাত্রা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সূরা ত্বহা, আয়াত: ১২৪)

ব্যাখ্যা ও আর্থিক ক্ষতি: এখানে "ضنكا معيشة" (সংকীর্ণ জীবনযাত্রা) বলতে অন্তরের অশান্তি, উপার্জনে বরকতহীনতা এবং সীমাহীন লোভকে বোঝানো হয়েছে। ব্যক্তি যতই অর্থ উপার্জন করুক না কেন, তার অভাব বোধ কখনো দূর হয় না। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তা সঠিক ও কল্যাণকর পথে ব্যয় করার তাওফিক হয় না।

৩.২.২. রিযিকের বরকত ও প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, কোনো জাতি বা সমাজ যদি আল্লাহর কিতাবের বিধান ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে তাদের জন্য আসমান ও যমীনের কল্যাণের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। এর উল্টোটা হলে আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসে।

কুরআনের দলীল:

وَالأَرْضِ السَّمَاءِ مِّنَ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِم لَفَتَحْنَا وَاتَّقَوْا آمَنُوا الْقُرَىٰ أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ

"আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের ওপর আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম..." (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৯৬)

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "বান্দা তার পাপকাজের কারণে তার নির্ধারিত রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪০২২)

কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সবচেয়ে বড় পাপ, যা মানুষের বৈধ উপার্জনের পথ সংকুচিত করে দেয়।

৩.২.৩. সুদ, হারাম উপার্জন ও আর্থিক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া

কুরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা (যেমন: সুদের নিষেধাজ্ঞা, সততা, ওজনে কম না দেওয়া) থেকে দূরে থাকার ফলে সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে হারাম উপার্জনের লোভ বাড়ে। বাহ্যিকভাবে সুদ বা অন্যায় উপায়ে সম্পদ বাড়ছে মনে হলেও, আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন।

কুরআনের দলীল:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

আর্থিক ক্ষতি: কুরআনি শিক্ষা না থাকায় মানুষ যখন সুদি ব্যবস্থা বা অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে, তখন আপাত লাভে বুক বাঁধলেও শেষ পর্যন্ত বড় কোনো বিপর্যয়, মামলা-মোকদ্দমা, রোগ-বালাই বা ব্যবসায়িক ধসের মাধ্যমে সেই সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়।

৩.২.৪. অপচয় এবং সম্পদের অপব্যবহার বৃদ্ধি

কুরআনের শিক্ষা মানুষকে মিতব্যয়ী হতে এবং সম্পদের সঠিক বণ্টন (যাকাত, সদকা) করতে শেখায়। এই শিক্ষা যখন থাকে না, তখন মানুষ বিলাসী ও অপচয়কারী হয়ে ওঠে, যা তাকে চরম আর্থিক সংকটে ফেলে।

কুরআনের দলীল:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৭)

কুরআনি দূরদর্শিতার অভাবে মানুষ অনুৎপাদনশীল ও ক্ষতিকর খাতে (যেমন: জুয়া, মাদক, সামাজিক দেখনদারি) বিপুল অর্থ অপচয় করে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে দেউলিয়া করে ছাড়ে।

৩.২.৫. কৃপণতা এবং এর ফলে সম্পদ বিনষ্ট হওয়া

কুরআনের বিধান (যেমন: যাকাত ও ফিতরা) না মানলে মানুষ সম্পদের ওপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং কৃপণতা করে। ইসলাম মনে করে, যাকাত না দিলে সম্পদ অপবিত্র হয়ে যায় এবং তা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন কোনো জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূখণ্ডে চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে মোটেও বৃষ্টি হতো না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪০১৯)

সামষ্টিক অর্থনীতিতে যাকাত ও সদকার অনুপস্থিতি ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আকাশচুম্বী করে তোলে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি ও অরাজকতা বাড়ে, যা পরোক্ষভাবে ধনীদের জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

৩.২.৬. মানসিক অশান্তি দূর করতে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়

কুরআন হচ্ছে অন্তরের নিরাময় (الصدور في لما شفاء)। এর থেকে দূরে থাকলে মানুষের ভেতর এক ধরণের শূন্যতা, হতাশা ও তীব্র মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়।

কুরআনের দলীল:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই কেবল চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রাদ, আয়াত: ২৮)

আর্থিক সংশ্লিষ্টতা: মনের এই অশান্তি ও ডিপ্রেশন দূর করার জন্য মানুষ তখন কৃত্রিম আনন্দ (মাদক, নাইটলাইফ, জুয়া) অথবা দামী দামী সাইকিয়াট্রিক থেরাপি ও ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর পেছনে মানুষের আয়ের একটা বড় অংশ অপচয় হয়, যা কুরআনি জীবন যাপন করলে সহজেই বেঁচে যেত।

৩.২.৭. পরকালীন চিরস্থায়ী দেউলিয়াত্ব

ইসলামী অর্থনীতি ও জীবনদর্শনে সবচেয়ে বড় 'লসে' বা ক্ষতিতে থাকবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে সফল হলেও পরকালে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

কুরআনের দলীল:

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

"বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জেনে রাখো, এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা আজ-জুমার, আয়াত: ১৫)

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো দেউলিয়া (Muflis) কে?" সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, "আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা) বা কোনো সম্পদ নেই, সেই তো দেউলিয়া।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দেউলিয়া সে, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে আসবে; কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো রক্তপাত করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে... ফলে তার নেকীগুলো এদের দিয়ে দেওয়া হবে এবং একপর্যায়ে সে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সহীহ মুসলিম)

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার আর্থিক ক্ষতি কেবল কাগজের নোট বা ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাওয়া নয়। এর প্রকৃত রূপ হলো—

১. উপার্জনে উদ্বেগ ও অসন্তুষ্টি তৈরি হওয়া।

২. সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানসিক ও পারিবারিক শান্তি উধাও হওয়া।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (যেমন সুদ, ঘুষ) জন্ম হওয়া, যা সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দেয়।

সূরা ত্বহা-র ১২৪ নম্বর আয়াতের গভীর তাফসীর ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

আয়াত: "আর যে আমার স্মরণ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাত্রা সংকীর্ণ (مَعِيشَةً ضَنكًا) হবে..."

তাফসীরবিদদের মত

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সংকীর্ণ জীবনের অর্থ হলো— দুনিয়াতে তার কোনো স্থায়িত্ব বা শান্তি থাকবে না। সে যতই সম্পদশালী হোক, সুস্বাদু খাবার খাক বা বিলাসবহুল প্রাসাদে থাকুক না কেন, তার অন্তর কখনো হেদায়েত ও প্রশান্তির দেখা পাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো তার উপার্জন থেকে বরকত তুলে নেওয়া হবে এবং সে সবসময় এক ধরণের অদৃশ্য অভাববোধে ভুগবে।

আধুনিক অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

কুরআনি শিক্ষা যখন কোনো ব্যক্তির জীবনে থাকে না, তখন তার ভেতর 'কনজিউমারিজম' বা ভোগবাদের তীব্র মানসিকতা তৈরি হয়।

সে যত আয় করে, তার চাহিদার পরিধি তার চেয়েও দ্রুত বাড়ে।

ফলে কোটি টাকা থাকার পরেও সে ঋণের জালে জড়ায়, শেয়ার বাজারে বা অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হয়।মানসিক অস্থিরতার কারণে তার উৎপাদনশীলতা (Productivity) হ্রাস পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে তার বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ।

সূরা আল-আ'রাফ-এর ৯৬ নম্বর আয়াতের শানে নুযূল ও সামষ্টিক অর্থনীতি

আয়াত: "...আমি অবশ্যই তাদের ওপর আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম..."

শানে নুযূল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

এই আয়াতটি মূলত পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর (যেমন: কওমে আদ, সামুদ ও শুআইব আলাইহিস সালামের কওম) ইতিহাস বর্ণনার পর নাযিল হয়। তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ও ব্যবসার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর কিতাবের হেদায়েত ও নৈতিক সীমানা মেনে চলেনি। তারা মাপে কম দিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণে লিপ্ত ছিল। ফলে তাদের ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক ধস নামিয়ে দেওয়া হয়।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব

একটি রাষ্ট্র বা সমাজ যখন কুরআনের সুষম অর্থনৈতিক নীতি (যেমন: যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা, ওজনে সততা, মজুদদারী বা সিন্ডিকেট না করা) থেকে দূরে সরে যায়, তখন সেখানে সামষ্টিক বিপর্যয় ঘটে:

মুদ্রাস্ফীতি ও কৃত্রিম সংকট: মজুদদারী ও সিন্ডিকেটের কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়: কুরআনে বর্ণিত "আসমান ও যমীনের বরকত" বন্ধ হওয়ার অর্থ হলো— অসময়ে খরা, অতিবৃষ্টি, মহামারী বা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়া, যা একটি দেশের জিডিপি (GDP) ও সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।

সুদ ও হারাম উপার্জন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ক্ষতি (সূরা বাকারা: ২৭৬)

আয়াত: "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন।"

'ধ্বংস করা' (يَمْحَقُ)-র অন্তর্নিহিত অর্থ:

মুফাসসিরগণ বলেন, 'মাহক' বা ধ্বংস দুইভাবে হতে পারে:

বাহ্যিক ধ্বংস: চোর-ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড, লোকসান, ব্যাংকিং ক্র্যাশ বা মহামারীতে এক লহমায় পুরো সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়া।

আত্মিক ধ্বংস : টাকা থাকবে, কিন্তু তা কোনো কল্যাণে আসবে না। যেমন: পরিবারের সদস্যদের মারাত্মক কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়া, যার পেছনে লাখ লাখ টাকা নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।

সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমাজকে দুটি চরম শ্রেণীতে বিভক্ত করে— শোষক ও শোষিত। কুরআনের এই শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে বর্তমান বিশ্বে ঋণগ্রস্ত মানুষের আত্মহত্যার হার বাড়ছে। ক্ষুদ্র ঋণ বা চড়া সুদের ফাঁদে পড়ে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো আজীবন দাসত্বে বাধ্য হচ্ছে, যা সামগ্রিক মানবসম্পদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

অপচয় ও মানসিক অস্থিরতার অর্থনৈতিক ফাঁদ

ক. শয়তানের ভাই (الـ شـ ياط ين إخوان) সম্বোধনের রহস্য:

সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। কারণ শয়তান মানুষকে প্রথমে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে শেখায়, তারপর তাকে অহংকার ও প্রদর্শনে উদ্‌বুদ্ধ করে।

আধুনিক অর্থনৈতিক অপচয়

কুরআনের সংযম ও মিতব্যয়িতার নীতি না থাকায় মানুষ এখন আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পেছনে বেশি দৌড়ায় ।

ক্রেডিট কার্ডের ফাঁদ: আধুনিক সমাজে মানুষ নিজের সামাজিক মর্যাদা দেখাতে গিয়ে এমন সব জিনিস কেনে যার আদতে কোনো প্রয়োজন নেই।

অবৈধ বিনোদন: জুয়া ক্যাসিনো, এবং ড্রাগস-এর মতো ক্ষতিকর খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার ও অপচয় হয়। কুরআনি শিক্ষা থাকলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হতো, যা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় রিজার্ভকে শক্তিশালী করতো।

৩.৩ নৈতিক অবক্ষয়

প্রভাব:

- মিথ্যা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি পায়।
- যুবসমাজ বিপথগামী হয়।
- মাদক, অপরাধ ও সহিংসতা বাড়ে।
- লজ্জাশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ কমে যায়।

প্রতিকার:

- কুরআনের নৈতিক শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।

- ❖ যুবকদের দ্বীনি শিক্ষা ও ভালো পরিবেশ দেওয়া।
- ❖ মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিবাচক কনটেন্ট প্রচার করা।
- ❖ নিয়মিত ইসলামী আলোচনা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।

৩.৪. সামাজিক অশান্তি

ইসলামী সমাজদর্শনের মূল ভিত্তি হলো আল-কুরআন। কুরআন কেবল ব্যক্তির সংশোধনই করে না, বরং একটি আদর্শ, শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখা প্রদান করে। সমাজ যখন কুরআনের এই সুমহান নৈতিক ও আইনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন পারস্পরিক আস্থা, বিচারব্যবস্থা, পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক নিরাপত্তা ভেঙে পড়ে। নিচে এর সামাজিক কুফল ও অশান্তিগুলো দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.৪.১. পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা-বিদ্বেষ এবং গীবতের সয়লাব:

কুরআনি শিক্ষা না থাকলে সমাজে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। ফলে একে অপরের প্রতি হিংসা, পরনিন্দা (গীবত) এবং কুৎসা রটানোর মতো ব্যাধি মহামারী আকার ধারণ করে, যা সামাজিক সৌহার্দ্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

কুরআনের দলীল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا...

"হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না..." (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, কৃত্রিম ক্রেতা সেজে দাম বাড়াও না এবং পরস্পর শত্রুতা করো না। বরং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

সামাজিক বিশ্লেষণ:

কুরআনের এই সামাজিক শিষ্টাচারগুলো সমাজ থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের মধ্যে 'পারস্পরিক আস্থার সংকট' তৈরি হয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা বাস্তব জীবনে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ট্রোলিং এবং চরিত্রহননের কারণে বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

৩.৪.২. পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস এবং বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) বৃদ্ধি

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। পরিবারে শান্তি না থাকলে সমাজে শান্তি বজায় থাকা অসম্ভব। কুরআন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। এই শিক্ষা থেকে দূরে সরার কারণে পারিবারিক অশান্তি চরম সীমায় পৌঁছেছে।

কুরআনের দলীল:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ...

"আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন..." (সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১)

রিসার্চ ও মনস্তাত্ত্বিক রূপ:

কুরআনের অধিকার ও ত্যাগের শিক্ষা না থাকায় আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের অভাব, পরকীয়া এবং সামান্য কারণে সংসারে ভাঙন ধরছে। পারিবারিক এই অশান্তির সরাসরি প্রভাব পড়ছে সন্তানদের ওপর, যা তাদের কিশোর অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৩.৪.৩. বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা ও 'ওল্ড এজ হোম' সংস্কৃতির বিস্তার

কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনি অনুশাসন থেকে দূরে থাকার ফলে আজ সমাজে পিতা-মাতা চরম অবহেলার শিকার হচ্ছেন।

কুরআনের দলীল:

تَنْهَرْهُمَا وَلَا أُفٍّ لَّهُمَا تَقُل فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ عِندَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا ۚ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّكَ وَقَضَىٰ...

"তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না..." (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩)

সামাজিক কুফল:

এই আয়াতগুলোর বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় সমাজে পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সন্তানরা নিজেরা বিলাসী জীবন যাপন করলেও বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে (Old Age Home) পাঠিয়ে দিচ্ছে। যে সমাজে প্রবীণদের সম্মান ও শান্তি নেই, সেই সমাজের নৈতিক ভিত্তি ধসে পড়তে বাধ্য।

৩.৪.৪. সমাজে জুলুম, খুন-খারাবি ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি

কুরআনে অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করাকে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের এই কঠোর হুঁশিয়ারি ও বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতা লাগামহীন হয়ে পড়েছে।

কুরআনের দলীল:

جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَن...

"যে ব্যক্তি নরহত্যা বা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করল..." (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩২)

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত আজকের এই দিনের মতোই পবিত্র ও হারাম (অলঙ্ঘনীয়)।" (সহীহ বুখারী)

কুরআনি আইনের প্রতি ভয় এবং পরকালীন জবাবদিহিতা সমাজ থেকে মুছে যাওয়ার ফলে খুন, গুম, ধর্ষণ ও গ্যাং কালচার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। মানুষ আজ নিজের ঘর বা রাস্তাঘাটে বের হতে ভয় পায়, যা একটি সমাজের চরম সামাজিক অশান্তির প্রমাণ।

৩.৪.৫. নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া ও অবক্ষয়

জাহেলী যুগে নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। কুরআন এসে নারীকে সম্পত্তির অধিকার, বিয়ের অধিকার এবং মায়ের জাত হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। কুরআনি শিক্ষা বিবর্জিত সমাজ আবারও নারীকে জাহেলিয়াতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কুরআনের দলীল:

الْأُولَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا...

"এবং তোমরা প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না..." (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কুরআনের পর্দা ও শালীনতার বিধানকে প্রগতিশীলতার নামে অবহেলা করার কারণে সমাজে নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীকে আজ পণ্যায়ন (Commodification of Women) করা হচ্ছে, যা সামাজিক মূল্যবোধকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৩.৪.৬. সমাজে মাদক ও জুয়ার বিস্তার এবং অপরাধের বিস্তার

সামাজিক অশান্তির অন্যতম বড় চাবিকাঠি হলো মাদক ও জুয়া। কুরআন সমাজকে এগুলো থেকে পবিত্র রাখার জন্য এগুলোকে 'শয়তানের অপবিত্র কাজ' হিসেবে নিষিদ্ধ করেছে।

কুরআনের দলীল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীর—এসবই শয়তানের কাজ, অপবিত্র বস্তু। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৯০)

সামাজিক অশান্তি:

কুরআনের এই নিষেধাজ্ঞার প্রতি তোয়াক্কা না করায় বর্তমান তরুণ সমাজ মাদকের নীল দংশনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। মাদক ও জুয়ার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সন্তান পিতা-মাতাকে হত্যা করছে, সমাজে চুরি-ছিনতাই বাড়ছে। মাদকের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছে।

৩.৪.৭. সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের অনুপস্থিতি (Absence of Social Justice)

কুরআনের অন্যতম প্রধান দাবি হলো সমাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার কায়েম করা। যখন সমাজের নেতা ও বিচারকগণ কুরআনের এই নীতি থেকে দূরে সরে যান, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কুরআনের দলীল:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে..." (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

হাদীসের দলীল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) মখযুমী গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীর চুরির সুপারিশ প্রসঙ্গে কঠোরভাবে বলেছিলেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৭৫)

রিসার্চ পয়েন্ট:

কুরআনি ইনসাফের অনুপস্থিতির কারণে সমাজে আজ "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি চলছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির কারণে মজলুম মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সমাজে ক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং চরম নৈরাজ্য বা সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে।

সামাজিক শান্তি কোনো কৃত্রিম আইন বা অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে কায়েম করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং নৈতিকতা জাগ্রত হয়। কুরআনি শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্বে আমূল পরিবর্তন আনে। সমাজ যখন এই ঐশী আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন পারস্পরিক হৃদ্যতা উধাও হয়ে হিংসা, অপরাধ ও অশান্তির এক অন্ধকার অরণ্যে পরিণত হয়। অতএব, একটি শান্তিময়, নিরাপদ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের একমাত্র পথ হলো সর্বস্তরে কুরআনিক সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার পুনরুজ্জীবন।

৩.৫. মানসিক ও আত্মিক সমস্যা

কুরআনি শিক্ষা থেকে যখন আমরা দূরে থাকবো, আমাদের মানসিক ও আত্মিক বিপর্যয় নেমে আসবে। কুরআন আমাদের মানসিক ভাবে প্রফুল্ল রাখে, কুরআনের আমল, কুরআন তিলাওয়াত আমাদের খোরাক।

৩.৫. ১ আত্মিক ক্ষতি:

অন্তরের কলুষতা ও অন্ধত্ব:

কুরআনে বলা হতয়েছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় মানুষের অন্তর। কুরআনের আলো থেকে দূরে থাকলে মানুষের কলব বা অন্তরে 'রান' (কালো দাগ) পড়ে যায়, ফলে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা লোপ পায়।

৩.৫.২আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা :

ঐশী বাণী থেকে দূরে থাকার প্রধান ক্ষতি হলো 'গাফলাত' বা চরম উদাসীনতা। মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন সে নিজের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্যও হারিয়ে ফেলে।

৩.৫.৩ ইবাদতে স্বাদ ও একাগ্রতা হারিয়ে যাওয়া:

কুরআনিক অনুশাসন না থাকলে নামাজ বা অন্যান্য ইবাদত কেবলই যান্ত্রিক রুটিনে পরিণত হয়। এর ভেতরের যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, তা আর অনুভব করা যায় না।

৩.৫.৪ শয়তানের কুপ্রভাব ও পঙ্কিলতায় আসক্তি:

কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তার স্থায়ী সঙ্গী হয়ে যায়। ফলে পাপের কাজে কোনো অনুশোচনা কাজ করে না।

৩.৫.৫ মানসিক ক্ষতি:

স্থায়ী মানসিক অশান্তি ও শূন্যতা :

ভৌতিক বা জাগতিক সব সুখ থাকার পরও জীবনের এক অদ্ভুত শূন্যতা কাজ করে। সূরা ত্বহা-র ১২৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী—"যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ।" এই সংকীর্ণতা মূলত মানসিক।

৩.৫.৬ হতাশা ও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা (Anxiety and Depression):

কুরআনের অন্যতম বড় শিক্ষা হলো 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর ওপর ভরসা) এবং 'সবর' (ধৈর্য)। এই শিক্ষাগুলো না থাকলে জীবনের ছোটখাটো ব্যর্থতা বা বিপদে মানুষ দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং তীব্র মানসিক অবসাদে ভোগে।

৩.৫.৭ পার্থিব মোহের অন্ধ দৌড়:

কুরআনের অমূল্য উপদেশ মানুষকে অল্পে তুষ্ট (কানা'আত) হতে শেখায়। এর অভাব হলে মানুষ এক অন্তহীন ও অতৃপ্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, যা মানসিক শান্তি পুরোপুরি কেড়ে নেয়।

৩.৫.৮ মৃত্যুভীতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম আতঙ্ক:

আখেরাত এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস না থাকলে মানুষ ভবিষ্যৎ এবং মৃত্যুকে চরম ভয় পেতে শুরু করে। এই ভয় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

৩.৫.৯ আচরণগত ও নৈতিক অবক্ষয় ও অহংকার :

কুরআনি নৈতিকতা (যেমন: বিনয়, সততা, ক্ষমা) থেকে দূরে সরলে মানুষের মধ্যে অহংকার এবং স্বার্থপরতা তৈরি হয়। যার ফলে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ কমে যায় ।

৩.৫.১০ সম্পর্কের বিপর্যয়:

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা কুরআন শিখিয়েছে, তা না মানার কারণে পরিবারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি বাড়ে।

৩.৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব

কুরআনিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি), সততা, আমানতদারিতা এবং পরোপকার। এই শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এক ধরণের চরম বস্তুবাদের (Materialism) জন্ম হয়েছে।

শুধু ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক শিক্ষা: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক সময় মানুষকে কেবল "অর্থ উপার্জনের যন্ত্র" হিসেবে গড়ে তোলে, কিন্তু ভালো মানুষ হওয়ার ওপর জোর দেয় না।

৩.৬.১ চরিত্রের অবনতি:

সততা ও নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চাতুর্য সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে সমাজে দুর্নীতি, মিথ্যা ও অবিচার বৃদ্ধি পায়।

সংস্কৃতির অপসংস্কৃতিতে রূপান্তর একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। কুরআনের শালীনতা, পর্দা এবং আত্মসংযমের পাঠ যখন সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যায়, তখন সেখানে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

৩.৬.২ ভোগবাদী মানসিকতা: বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা, অপচয় এবং সস্তা প্রদর্শনীবাদ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

৩.৬. ৩পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ: নিজস্ব ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি হীনম্মন্যতা তৈরি হয় এবং বাহ্যিক চটকদার সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আকর্ষণ বাড়ে

প্রভাব:

- শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াবি সাফল্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।
- ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে থাকে।
- অশ্লীল ও অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

প্রতিকার:

- শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও কুরআনি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।
- ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
- শিশু-কিশোরদের জন্য দ্বীনি ও নৈতিক কার্যক্রম আয়োজন করা।

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার অর্থ কেবল একটি ধর্মীয় বই থেকে দূরে থাকা নয়, বরং জীবন ও জগতের ভারসাম্যপূর্ণ এক শাশ্বত দর্শন থেকে ছিটকে পড়া। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা হয়তো তথাকথিত 'ডিগ্রিধারী' মানুষ তৈরি করতে পারছে, কিন্তু সংস্কৃতিতে 'মনুষ্যত্ব', 'শালীনতা' এবং 'পার্থিব ও অপার্থিব শান্তি'র যে মূল সুর, তা হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো আজ সময়ের দাবি।

অধ্যায়ঃ ৪

৪.১ যুবসমাজের দিক ভ্রান্তী

বর্তমান যুবসমাজে কুরআনি শিক্ষার অভাবের ফলে নৈতিক অবক্ষয়, বিভ্রান্তি এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটছে। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং অভিভাবকদের উদাসীনতা। এই সংকট নিরসনে পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সহজলভ্য কুরআন শিক্ষা কোর্স চালু এবং ইসলামি মূল্যবোধ চর্চার কোনো বিকল্প নেই।যুবসমাজে কুরআন শিক্ষার এই ঘাটতি এবং এর উত্তরণের উপায়গুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:কুরআনি শিক্ষার অভাবের কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা: বর্তমান জাগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চেয়ে পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়, যা যুবসমাজকে শেকড় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।পারিবারিক উদাসীনতা: অনেক অভিভাবক শৈশবে সন্তানদের সহিহ কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থসহ পড়ার চেয়ে পার্থিব শিক্ষার পেছনে বেশি সময় ও অর্থ ব্যয় করেন।প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব: স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও সোস্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত আসক্তি তরুণদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং পাঠ্যভ্যাস থেকে দূরে রাখছে।অপসংস্কৃতির আগ্রাসন: বিদেশি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ যুবসমাজকে কুরআন নির্দেশিত জীবনবিধান থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।কুরআনি শিক্ষা না থাকার পরিণতি নৈতিকতার স্খলন: ধর্মীয় অনুশাসন ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে তরুণ প্রজন্ম সহজে মাদক, অপরাধ এবং বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।যুবকরা সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের ফলস্বরূপ পর্ণগ্রাফীতে আসক্ত হচ্ছে।ফলে অশ্লীলতা সমকামিতা ধর্ষণের হার মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে।এছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা ও শাসনের অভাবে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম, কিশোর গ্যাং এর মত অপরাধ মূলক সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ্যহীনতা: জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে না পারায় হতাশা ও মানসিক অস্থিরতা যুবসমাজকে গ্রাস করছে ।পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন বিনষ্ট: গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে।উত্তরণের উপায়অর্থ ও ব্যাখাসহ পঠন: কেবল আরবি রিডিং পড়া নয়, বরং কুরআনের মূল বার্তা ও অর্থ বোঝার জন্য যুবসমাজকে উৎসাহিত করতে হবে।অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার: কর্মব্যস্ত যুবসমাজ যেন ঘরে বসেই সহজে কুরআন শিখতে পারে, সেজন্য নির্ভরযোগ্য

অনলাইন মাদ্রাসা বা কোর্সগুলোতে যুক্ত হতে পারেন।দ্বীনি পরিবেশ তৈরিঃ পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে কুরআনের শিক্ষামূলক আলোচনা (হালকা) এবং ইসলামি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।পারিবারিক উদ্যোগঃ পিতা-মাতাকে নিজ দায়িত্বে সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কুরআনের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে হবে। (মাসিক আলকাউসার)

৪. ২ কুরআনি শিক্ষার অভাব ও নারীবাদ

ইসলাম ও পবিত্র কুরআনে নারীর মর্যাদা, অধিকার এবং সমাজ গঠনে তার ভূমিকাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। তবে আধুনিক যুগে কুরআনের মৌলিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে দুটি চরমপন্থী ধারার সৃষ্টি হয়েছে। একদল তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে; অন্যদিকে, এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম সমাজে পশ্চিমা নারীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা চরম রূপ ধারণ করছে।

৪. ২. ১ কুরআনি শিক্ষা বনাম পশ্চিমা নারীবাদ: ধারণাগত পার্থক্য

ইসলাম ও নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বৈপরীত্য নিচে আলোচনা করা হলো:

নারী ও পুরুষের অধিকার এবং দায়িত্ব "পারস্পরিক সম্পূরক"।এখানে লৈঙ্গিক প্রতিযোগিতা নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নারীবাদের দৃষ্টিতে: নারী ও পুরুষের অধিকার সম্পূর্ণ "সমান" হতে হবে। এটি সমাজকে একটি লৈঙ্গিক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে পুরুষকে শোষক এবং নারীকে শোষিত হিসেবে দেখানো হয়।

চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। পরিবারে পুরুষকে 'কাওয়াম' বা অভিভাবক/রক্ষণাবেক্ষণকারী (সূরা নিসা: ৩৪) করা হয়েছে, যা কোনো স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা নয়, বরং একটি বড় দায়িত্ব।

নারীবাদের দৃষ্টিতে: নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তার ওপর কোনো দৈহিক, মানসিক বা পারিবারিক কর্তৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয় ("My Body, My Choice")

৪. ২. ২ কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই কেন নারীবাদের উত্থান?

মুসলিম সমাজে নারীবাদের জনপ্রিয়তার পেছনে মূল কারণ পশ্চিমা এজেন্ডা নয়, বরং আমাদের সমাজ কর্তৃক কুরআনি নীতি বর্জন করা।

মিরাস বা উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা: কুরআন নারীকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পত্তির অংশ দিয়েছে (সূরা নিসা: ৭, ১১)। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকায় আজ অনেক মুসলিম পরিবারে বোন বা কন্যাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই বঞ্চনা তাদেরকে নারীবাদের দিকে ধাবিত করে।

নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব: বিয়ে, শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কুরআন নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা অনেক সময় কেড়ে নেয়। ফলে নারীরা অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামের পরিবর্তে বিকল্প মতাদর্শের আশ্রয় নেয়।

যৌতুক প্রথা ও শারীরিক নির্যাতন: ইসলামে 'মহর' দেওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু সমাজ তৈরি করেছে 'যৌতুক' প্রথা। কুরআনের শিক্ষার অভাবে নারীরা যখন ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হয়, তখন তারা সুরক্ষার জন্য নারীবাদের ছায়াতলে যেতে বাধ্য হয়।

৪. ২.৩ মুসলিম সমাজে নারীবাদের নেতিবাচক প্রভাব

কুরআনের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ছেড়ে যখন নারীবাদী চিন্তাধারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, তখন তার কিছু মারাত্মক সামাজিক কুফল দেখা দেয়:

[কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরত্ব] —> [অধিকার বঞ্চনা ও ভুল ব্যাখ্যা] —> [উগ্র নারীবাদের অনুপ্রবেশ]

৪. ২.৪ পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙন ও ডিভোর্স বৃদ্ধি

নারীবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলা। কুরআনে বিবাহকে একটি পবিত্র চুক্তি এবং প্রশান্তির মাধ্যম বলা হয়েছে (সূরা রুম: ২১)।কিন্তু নারীবাদী প্রভাবে আজ ছাড় দেওয়ার মানসিকতা লোপ পাচ্ছে, ফলে বিবাহবিচ্ছেদের হার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এবং সন্তানরা মানসিক ট্রমার শিকার হচ্ছে।

৪. ২.৫ জেন্ডার ভূমিকা বিপর্যয় :

কুরআন পুরুষকে উপার্জনের এবং নারীকে মূলত মাতৃত্ব ও পরিবারের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে (যদিও প্রয়োজনে নারীর হালাল উপার্জনে বাধা নেই)।নারীবাদ এই প্রাকৃতিক

লৈঙ্গিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে। ফলে পুরুষরা তাদের দায়িত্ব হারাচ্ছে এবং নারীরা ঘরে-বাইরে দ্বিমুখী চাপের শিকার হয়ে মানসিক অশান্তিতে ভুগছে।

৪. ২. ৬ মাতৃত্বের অবমাননা ও নৈতিক অবক্ষয়

উগ্র নারীবাদ মাতৃত্ব ও গৃহিণী হওয়াকে "দাসত্ব" বা প্রগতির বাধা হিসেবে চিত্রায়িত করে। অথচ কুরআনে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এবং মায়ের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্তরে রাখা হয়েছে। মাতৃত্বের এই অবমূল্যায়নের কারণে সমাজে জন্মহার কমছে এবং লিভ-ইন টুগেদার বা একক জীবনের (Single Life) মতো অপসংস্কৃতি বাড়ছে।

আধুনিক নারীবাদের প্রভাব ও দাবি আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুরুষের ওপর। নারীর টাকা কেবলই নারীর। নারী-পুরুষ সমান খরচ করবে, ফলে নারীর ওপর দ্বিগুণ কাজের চাপ বাড়ছে।

পারিবারিক কাঠামো পুরুষ প্রধান/ন্যায়পরায়ণ পরিচালক, নারী ঘরের রানি ও সহযোগী। কোনো প্রধান থাকবে না, যা পরিবারে নেতৃত্বহীনতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া বা আল্লাহভীতি (সূরা হুজুরাত: ১৩)।অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব এবং বাহ্যিক প্রদর্শন।

শালীনতা ও পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আত্মিক ও শারীরিক সুরক্ষার ঢাল।পর্দাকে প্রগতির বাধা এবং শৃঙ্খল হিসেবে গণ্য করা।

উত্তরণের পথ ও গবেষণার সুপারিশ :নারীবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে পুনরায় কুরআনি ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে:

ইসলামী নারীবাদ নয়, প্রকৃত ইসলাম চর্চা: পশ্চিমা নারীবাদের কাউন্টার হিসেবে "ইসলামী নারীবাদ" নয়, বরং কুরআনে বর্ণিত নারীর প্রকৃত ও অপরিবর্তিত অধিকারগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পুরুষদের কুরআনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা: পুরুষদের শেখাতে হবে যে, স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা (সূরা নিসা: ১৯) এবং তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ, কোনো দয়া নয়।

আস্থার পরিবেশ তৈরি: পরিবার ও সমাজকে নারীদের জন্য নিরাপদ করতে হবে, যেন তারা নিজেদের অধিকারের জন্য কোনো পশ্চিমা এজেন্ডার মুখাপেক্ষী না হয়।

মুসলিম সমাজে নারীবাদের অনুপ্রবেশ আসলে কুরআনি শিক্ষা বাস্তবায়নে আমাদের ব্যর্থতারই একটি প্রতিফলন।পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতন এবং উগ্র নারীবাদ–উভয়ই চরমপন্থা। কুরআন আমাদের যে "মধ্যপন্থা" বা ভারসাম্য শিখিয়েছে, যেখানে পুরুষ শোষক নয় বরং রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং নারী প্রতিযোগী নয় বরং জীবনসঙ্গী, সেই শিক্ষাকে সমাজে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমেই কেবল এই সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব।

৪.৩ কুরআনি শিক্ষার অভাব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার:

একবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram) মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই আশীর্বাদ তখনই অভিশাপে রূপ নেয়, যখন ব্যবহারকারীর ভেতর কোনো নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বা ফিল্টার থাকে না। ইসলামে মানুষের প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা এবং নৈতিকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার মূল উৎস পবিত্র কুরআন। সমাজে কুরআনি শিক্ষার গভীর অভাব থাকার কারণে মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মোহে পড়ে এর চরম অপব্যবহার করছে, যা পারিবারিক ভাঙন, মানসিক বিপর্যয় এবং সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ম দিচ্ছে।

৪.৩. ১ কুরআনি শিক্ষার অভাব বনাম সামাজিক মাধ্যমের ব্যাধি

কুরআনের সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক নীতিমালা রয়েছে, যা আজ ভার্চুয়াল জগতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এর ফলে সমাজে যে প্রধান ব্যাধিগুলো তৈরি হচ্ছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

গুজব ও তথ্য যাচাইহীনতা (Spread of Fake News)

কুরআনের অনুপস্থিতির কারণে মানুষ যেকোনো খবর দেখেই শেয়ার করে দেয়, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

কুরআনের নির্দেশনা:

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন না করো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত না হও।" (সূরা হুজুরাত: ৬

গিবত, সাইবার বুলিং ও চরিত্র হনন (Cyberbullying & Backbiting)

সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট সেকশন, ট্রল পেজ এবং রোস্টিং ভিডিওগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় কীভাবে মানুষের সম্মানহানি করা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করে (Fake ID) বা পর্দার আড়াল থেকে অন্যকে অপমান করা এখন বিনোদনের মাধ্যম।

কুরআনের নির্দেশনা:

"হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে... আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

"তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত (পরনিন্দা) করো না।" (সূরা হুজুরাত: ১২)

রিয়া বা লোকপ্রদর্শন এবং অহংকার (Flexing & Narcissism)

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের লাইফস্টাইল, টাকা-পয়সা বা ইবাদত প্রদর্শন করে মানুষের বাহবা কুড়ানোর এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা (Flexing Culture) চলছে। এটি মানুষের ভেতর হীনম্মন্যতা ও অহংকার তৈরি করে।

কুরআনের নির্দেশনা:

"আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লোকমান: ১৮)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অপব্যবহারের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই লাগামহীন অপব্যবহার সমাজ ও মনস্তত্ত্বে কীভাবে প্রভাব ফেলছে, নিচের আলোচনার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব:

[কুরআনি নৈতিকতার অভাব] ——> [সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার

এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো হলো:

- পারিবারিক দূরত্বের সৃষ্টি
- 'ফোমো' (FOMO) ও তীব্র বিষণ্ণতা
- অশ্লীলতার প্রসার ও যুবসমাজের অবক্ষয়
- আত্মিক শূন্যতা ও একাকীত্ব
- সাইবার অপরাধ ও প্রতারণা
- অন্যের সাথে নিজের জীবনের তুলনা

১. পারিবারিক দূরত্বের সৃষ্টি :

একই ঘরে, একই বিছানায় বসেও পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে কথা না বলে ফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকে। অথচ কুরআন পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার (সিলাতুর রাহিম) ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

২. অশ্লীলতার প্রসার ও যুবসমাজের অবক্ষয়

শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্মগুলোতে (যেমন: TikTok, Reels) সস্তা ভিউ ও লাইকের আশায় শালীনতার সমস্ত সীমা পার করা হচ্ছে। কুরআনে যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা নূর: ৩০-৩১) এবং অশ্লীলতার কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে (সূরা আনআম: ১৫১), সেখানে আজ স্ক্রল করলেই অশ্লীলতা চোখের সামনে চলে আসছে।

৩. 'ফোমো' (FOMO) এবং তীব্র বিষণ্ণতা

FOMO (Fear of Missing Out) বা "পিছিয়ে পড়ার ভয়" আজ তরুণ সমাজকে গ্রাস করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের কৃত্রিম সুখী জীবন দেখে মানুষ নিজের জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে। কুরআন মানুষকে যে 'শুকরিয়া' বা কৃতজ্ঞতাবোধের (সূরা ইব্রাহিম: ৭) শিক্ষা দেয়, তা না থাকায় সমাজে ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।

উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ: এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রস্তাব করা হলো: 'ডিজিটাল তাকওয়া' (Digital Taqwa) ধারণ করা: তাকওয়া বা আল্লাহভীতির অর্থ হলো—আমি যখন একা অন্ধকার ঘরে বসেও ফোন স্ক্রল করছি, তখনো আল্লাহ আমাকে দেখছেন (সূরা হাদিস: ৪)। এই সচেতনতা শিক্ষা ব্যবস্থায় ও ধর্মীয় আলোচনায় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা।

কুরআনের ফিল্টার ব্যবহার করা: যেকোনো তথ্য শেয়ার বা বিশ্বাস করার আগে কুরআনের "যাচাইকরণ নীতি" (Tabayyun) অ্যাপ্লাই করা। প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ও পারিবারিক সময়: পরিবারে স্ক্রিন-ফ্রি টাইম (Screen-free time) ঘোষণা করা এবং সন্তানদের সাথে গল্প করা, যেন তারা ভার্চুয়াল জগতের বিকল্প হিসেবে বাস্তব জীবনের ও কুরআনের সুন্দর পরিবেশ পায়। কনটেন্ট

ক্রিয়েশনে কুরআনি আদর্শ: মুসলিম তরুণদের এমন কনটেন্ট তৈরিতে উদ্‌বুদ্ধ করা যা সমাজের নৈতিকতা উন্নত করে, অশ্লীলতা নয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিজেই কোনো মন্দ বিষয় নয়; এটি মূলত একটি ছুরি বা অস্ত্রের মতো—যা দিয়ে ভালো কাজও করা যায়, আবার অপরাধও করা যায়। সমস্যা প্রযুক্তি নয়, সমস্যা হলো ব্যবহারকারীর অন্তরের গাইডলাইনের অভাব। কুরআনি শিক্ষা মানুষের অন্তরে সেই অদৃশ্য ট্রাফিক পুলিশ বা গাইডলাইন তৈরি করে দেয়, যা তাকে অনলাইনের চোরাবালি থেকে রক্ষা করে। অতএব, সোশ্যাল মিডিয়ার অন্ধকার দিক থেকে সমাজ ও প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে কুরআনের বাস্তবমুখী নৈতিক শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে এবং প্রতিটি স্ক্রিনে পৌঁছে দেওয়া আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

৪.৩. ২ সমাজে ইনসাফ ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিস্তার:

সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হলো ‘ইনসাফ’ বা সমাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। পবিত্র কুরআনের মূল বাণীগুলোর অন্যতম একটি স্তম্ভ হলো সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ কায়েম করা। যখন কোনো সমাজ বা জনগোষ্ঠী কুরআনি শিক্ষার প্রায়োগিক দিক থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সেখানে কাঠামোগত অন্যায় এবং বিচারহীনতার এক মারাত্মক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই অবক্ষয়টি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে:

১. লিগ্যাল পজিটিভিজম বনাম কুরআনি জবাবদিহিতা :

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধ দমনের জন্য কেবল মানবসৃষ্ট আইন ও বাহ্যিক নজরদারির ওপর নির্ভর করা হয়। কিন্তু কুরআনি শিক্ষা মানুষের অন্তরে ‘তাকওয়া’ বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার এক শাশ্বত চেতনা জাগ্রত করে। কুরআন নির্দেশ দেয়:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দাও, তা যদি তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়..." (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)।

যখন সমাজ থেকে এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা হারিয়ে যায়, তখন অপরাধীরা আইনের ফাঁকফোকর গলে পার পাওয়ার উপায় খোঁজে। ফলে আইন কেবল দুর্বলদের ওপর প্রয়োগ হয় এবং প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

২. কাঠামোগত অসমতা ও 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি :

কুরআনি শিক্ষার অনুপস্থিতি সমাজে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত ইনসাফহীনতা তৈরি করে। সূরা আল-মায়িদাহ-র ৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে— কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। কিন্তু বাস্তব সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, কুরআনের এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এর ফলে সমাজে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

৩. অপরাধের স্বাভাবিকীকরণ ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি:

একটি সমাজে যখন অপরাধী তার সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির কারণে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে শুরু করে, তখন সমাজে 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। কুরআনি শিক্ষা অপরাধের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান দেয় যাতে সমাজে অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কিন্তু এই ঐশী শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে অপরাধীরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে এবং সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে জনগণের আস্থা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এটি সমাজকে এক ধরনের নৈরাজ্যবাদ এর দিকে ঠেলে দেয়।

৪. সামাজিক পুঁজি ও সামাজিক চুক্তির ভাঙন :

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, পারস্পরিক আস্থা এবং ন্যায়বিচার হলো ‘সোশ্যাল ক্যাপিটাল’ বা সামাজিক পুঁজি। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এই পুঁজিতে ধস নামায়। যখন মানুষ দেখে যে সত্য ও ন্যায়ের কোনো মূল্যায়ন নেই এবং অন্যায়কারী পুরস্কৃত হচ্ছে, তখন সামাজিক চুক্তি ভেঙে পড়ে। নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে, যা চরম সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা তৈরি করে।

কুরআনি শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি কেবল একটি ধর্মীয় অবক্ষয় নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার প্রধান অনুঘটক। ইনসাফের অনুপস্থিতি সমাজকে এমন এক দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে যেখানে অপরাধই নিয়ম এবং ন্যায়বিচারই ব্যতিক্রম। অতএব, একটি আদর্শ, বৈষম্যহীন ও অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে কুরআনের নিরপেক্ষ ও আপসহীন সামাজিক ন্যায়বিচারের দর্শন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

অধ্যায়ঃ৫

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার নৈতিক ক্ষতি ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

নৈতিকতা মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। একটি সমাজের উন্নতি, শান্তি ও সৌন্দর্য নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর। ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতা, সততা, লজ্জাশীলতা, দয়া, সহানুভূতি, ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং নানা ধরনের অপরাধ ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ;নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ দেখায় যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।[সূরা আল-ইসরা: ৯]

৫.১.নৈতিক অবক্ষয় এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য না

কুরআনের অন্যতম একটি নাম হলো 'আল-ফুরকান', যার অর্থ হলো এমন এক মানদণ্ড যা সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করে। যখন একজন মানুষ বা সমাজ এই ঐশী আলো থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের ভেতরের সেই 'পার্থক্য করার ক্ষমতা' বা বিবেক ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর ফলে যে নৈতিক ক্ষতিগুলো হয়:

আপেক্ষিক নৈতিকতার ফাঁদে পড়া

কুরআনি শিক্ষা মানুষের সামনে ভালো এবং মন্দের একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড দাঁড় করায়। যেমন—সততা, আমানতদারী ও ইনসাফ সবসময়ই ভালো; আর মিথ্যা, ধোকা ও জুলুম সবসময়ই মন্দ।

কিন্তু কুরআন থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ নিজস্ব বুদ্ধি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে শুরু করে। ফলে দেখা যায়, আজ যা সমাজে 'মন্দ' বলে পরিচিত, কাল স্বার্থের প্রয়োজনে বা আধুনিকতার নামে তা 'ভালো' বা 'স্বাভাবিক' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। নৈতিকতার কোনো স্থায়ী ভিত্তি থাকে না।

বিবেকের কণ্ঠস্বর লোপ পাওয়া:

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই কিছু ভালো-মন্দের বোধ নিয়ে জন্মায়, যাকে আমরা বিবেক বলি। কুরআন এই বিবেককে জাগ্রত ও ধারালো রাখে। কুরআনের চর্চা না থাকলে অন্তরে একধরণের জং বা মরিচা পড়ে যায় (যাকে কুরআনে 'রান' বলা হয়েছে)।

এর ফলে মানুষ যখন প্রথম কোনো অন্যায় করে, তার খটকা লাগে; কিন্তু বারবার করতে করতে একসময় সেই অন্যায়টি তার কাছে আর অন্যায় মনে হয় না। ঘুষ নেওয়া, মিথ্যা বলা বা অন্যের হক নষ্ট করাকে তখন সে জীবনধারণের 'কৌশল' বা 'স্মার্টনেস' বলে মনে করতে শুরু করে।

অন্যায়কে যৌক্তিকতা দেওয়া

ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে মানুষ নিজের অপরাধবোধ কাটানোর জন্য অন্যায়ের সপক্ষে নানা যুক্তি তৈরি করে।

একজন দুর্নীতিবাজ ভাবেন, "সবাই তো করছে, আমি না করলে সংসার চলবে কীভাবে?"

একজন মিথ্যাবাদী ভাবেন, "ব্যবসা বা ক্যারিয়ার বাঁচাতে হলে এইটুকু মিথ্যা বলতে হয়।"

কুরআনের আলো না থাকলে মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় এবং নিজের সুবিধামতো ভালো-মন্দের সংজ্ঞা বদলে নেয়।

অন্ধ অনুকরণ ও সংস্কৃতির অবক্ষয়

কুরআন মানুষকে অন্ধ অনুকরণ করতে নিষেধ করে এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটাতে বলে। এই শিক্ষা না থাকলে মানুষ সমাজ, মিডিয়া বা অপসংস্কৃতির স্রোতে চোখ বন্ধ করে গা ভাসিয়ে দেয়। বহির্বিশ্বে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যা-ই ট্রেন্ড বা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা নৈতিকভাবে কতটা বিধ্বংসী—সেটা বিচার না করেই মানুষ তা গ্রহণ করে। ফলে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং পারিবারিক মূল্যবোধের পতনকে প্রগতিশীলতা মনে হতে থাকে।

সামষ্টিক উদাসীনতা

এই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ হলো, মানুষ শুধু নিজেই ভালো-মন্দের পার্থক্য ভুলে যায় না, বরং সমাজের অন্য কারও অন্যায় দেখেও তার প্রতিবাদ করার নৈতিক সাহস হারিয়ে ফেলে। "আমার কী লাভ?" —এই স্বার্থপর মানসিকতা তৈরি হয়। ফলে সমাজ থেকে 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দায়িত্বটি হারিয়ে যায়।

মূল কথা: কুরআনি শিক্ষা মানুষের ভেতরের নৈতিক কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এই কম্পাসটি হারিয়ে গেলে মানুষ জীবনের সমুদ্রে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে; তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্দকে ভালো এবং ভালোকে মন্দ ভেবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

৫.২.আত্মিক শূণ্যতা ও পঙ্কীলতা

মানুষ মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয়—একটি তার মাটির দেহ, অন্যটি আল্লাহর ফুঁকে দেওয়া রুহ বা আত্মা। মাটির দেহের জন্য যেমন খাবারের প্রয়োজন, আত্মার খোরাক হলো আল্লাহর জিকির ও কুরআনের আলো। যখন মানুষ কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার আত্মা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকে। এই অবস্থাটিই হলো আত্মিক শূন্যতা, যা অবধারিতভাবে অন্তরের পঙ্কিলতা বা কলুষতা ডেকে আনে।

অন্তরের মরিচা এবং কঠোরতা (কঠিন হৃদয়)

কুরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন গুনাহ করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়তে পড়তে একসময় পুরো অন্তরটিই ঢেকে যায় (যাকে কুরআনে 'রান' বা মরিচা বলা হয়েছে)।

কুরআনের নিয়মিত তিলাওয়াত ও অনুধাবন এই মরিচা পরিষ্কার করার একমাত্র উপায়। এর অভাব হলে অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। তখন কোনো ভালো উপদেশ মানুষের মনে দাগ কাটে না, কোনো অসহায় মানুষের কষ্ট দেখে মন কাঁদে না এবং নিজের ভুলের জন্য কোনো অনুশোচনা তৈরি হয় না।

আত্মিক ব্যাধিগুলোর বিস্তার

কুরআনকে বলা হয়েছে 'শিফা' বা অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়। কুরআনের অনুপস্থিতিতে মানুষের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা আদিম ও নেতিবাচক প্রবৃত্তিগুলো ডালপালা মেলার সুযোগ পায়। ফলে ৫টি মারাত্মক নৈতিক ব্যাধি অন্তরকে গ্রাস করে:

অহংকার (কিবর): মানুষ ভুলে যায় তার ক্ষমতা বা রূপ-লাবণ্য ক্ষণস্থায়ী। সে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করে এবং মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

হিংসা (হাসাদ): অন্যের নিয়ামত বা ভালো কিছু দেখে নিজের ভেতরে দহন তৈরি হয়। মানুষ তখন অন্যের ক্ষতি কামনায় লিপ্ত হয়, যা তার নিজের নেক আমলগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

লোভ (হিরস): "আরও চাই, আরও চাই" মানসিকতা তৈরি হয়। এই সীমাহীন লোভ মানুষকে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে অন্ধের মতো ছুটতে বাধ্য করে।

ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা: সামান্য কারণে মানুষের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ ও শত্রুতা পুষে রাখা এবং সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেওয়ার কুৎসিত মানসিকতা জন্ম নেয়।

কৃপণতা (শুহ্): ধন-সম্পদের প্রতি তীব্র মোহের কারণে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ দেখে। অন্যের বিপদে বা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে তার বুক কাঁপে, যা তাকে চরম স্বার্থপর বানিয়ে তোলে।

মরিচীকার পেছনে ছোটা ও মানসিক অশান্তি

আত্মা যখন শূন্য থাকে, তখন মানুষ সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ভুল পথে সুখ খোঁজে। সে মনে করে টাকা-পয়সা, ক্ষমতা, তারকাখ্যাতি বা বাহ্যিক চাকচিক্য হয়তো তাকে শান্তি দেবে। কিন্তু এগুলো পাওয়ার পরও ভেতরের হাহাকার দূর হয় না। এই অতৃপ্তি মানুষকে এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্নতা, হতাশা ও অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়। কুরআনের ভাষায়: "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাত্রাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে।"

পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ ও শয়তানের নিয়ন্ত্রণ

শূন্য ঘরে যেমন সহজেই চোর বা অনাকাঙ্ক্ষিত কীট-পতঙ্গ বাসা বাঁধে, তেমনি কুরআনের আলোহীন শূন্য অন্তরে শয়তান খুব সহজে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তখন মানুষের কাছে ভালো কাজগুলোকে বোরিং বা একঘেয়ে লাগে এবং যে কোনো ধরণের পাপাচার (যেমন- গীবত, মিথ্যা, অশ্লীলতা বা প্রতারণা) অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য মনে হয়। পাপ করার পর অন্তরে যে একটা স্বাভাবিক বাধা বা খটকা লাগার কথা, আত্মিক পঙ্কিলতার কারণে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তাজকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধির পথ রুদ্ধ হওয়া

কুরআনের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো মানুষের 'তাজকিয়াহ' বা আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটানো, যা একজন মানুষকে পশুর স্তর থেকে তুলে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ নিজের ভেতরের দোষত্রুটিগুলো দেখার চোখ হারিয়ে ফেলে। সে নিজেকে সবসময় নির্দোষ মনে করে এবং নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) উপাসনা শুরু করে।

সংক্ষেপে: আত্মিক শূন্যতা হলো এমন এক অন্ধকার গহ্বর, যা মানুষকে ভেতর থেকে ভেতরহীন বা ফাঁপা করে তোলে। কুরআনের পরশ ছাড়া এই শূন্যতা পৃথিবীর কোনো উপাদান দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। ফলে মানুষ বাহ্যিকভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করলেও, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে একটি জীবন্ত লাশে পরিণত হয়।

৫.৩.জবাবদিহিতার অভাব

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে কীভাবে একজন মানুষের ভেতর থেকে "জবাবদিহিতার অনুভূতির অভাব" তৈরি হয় এবং তা কীভাবে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণকে বেপরোয়া করে তোলে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

কুরআনের পাতায় পাতায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা হলো—আখিরাত বা পরকালের জবাবদিহিতা। কুরআন মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সচেতন করে যে, তার জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি গোপন চিন্তারও একটি নিখুঁত রেকর্ড রাখা হচ্ছে। যখন একজন মানুষ কুরআনের এই নিয়মিত তাগিদ ও স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার মন থেকে অদৃশ্য এক অদৃশ্য লাগাম খুলে যায়। এর ফলে যে চরম নৈতিক বিপর্যয়গুলো ঘটে:

'তাকওয়া' বা ঐশী নজরদারির অনুভূতি হারিয়ে যাওয়া

কুরআনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি তৈরি করা। তাকওয়া হলো এই চেতনা যে—"আমি নির্জনে থাকি বা লোকচক্ষুর সামনে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন।"

কুরআনের এই জীবন্ত শিক্ষা যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তখন মানুষের মনের ভেতর থেকে এই 'ঐশী নজরদারির' (Divine Surveillance) ভয় কেটে যায়। তখন মানুষ মনে করে, পৃথিবীর আইন বা মানুষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেই সে মুক্ত। ফলে, সিসিটিভি ক্যামেরা বা পুলিশের চোখ এড়াতে পারলে সে যেকোনো বড় অপরাধ করতেও দ্বিধা করে না। কারণ, ভেতরের আসল যে 'আদালত' বা নৈতিক প্রহরী ছিল, তা অকেজো হয়ে পড়েছে।

চরম স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

জবাবদিহিতার অভাব মানুষকে চরম আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর বানিয়ে তোলে। কুরআনি শিক্ষা মানুষকে শেখায় যে, নিজের স্বার্থের চেয়ে অপরের অধিকার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বড়। কিন্তু পরকালের হিসাবের ভয় যখন থাকে না, তখন মানুষের জীবনের একমাত্র দর্শন হয়ে দাঁড়ায়—"শুধু নিজের লাভ ও আনন্দ"।

সে তখন নিজের ক্যারিয়ার, টাকা-পয়সা বা ক্ষমতার জন্য অন্যের ওপর অনায়াসে জুলুম করতে পারে। এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, দুর্বলকে ঠকানো বা প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করার সময় তার মনে কোনো অনুশোচনা হয় না, কারণ সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে এই জীবনের পর তাকে আর কারও মুখোমুখি হতে হবে না।

বেপরোয়া জীবন ও অপরাধে দুঃসাহস

যখন মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের জবাবদিহিতা মন থেকে মুছে যায়, তখন মানুষ এক ধরণের 'বেপরোয়া' বা 'লাগামহীন' মানসিকতা লাভ করে। সে মনে করে, জীবন তো একটাই—তাই যেভাবে ইচ্ছা একে উপভোগ করতে হবে, চাই তা বৈধ উপায়ে হোক বা অবৈধ উপায়ে।কুরআনে বর্ণিত ক্ষুদ্রতম কাজের হিসাবের ধারণা (নবী সা.–এর ভাষায় সরিষার দানা পরিমাণ আমল) মন থেকে চলে যাওয়ার কারণে মানুষ ছোট ছোট পাপ করতে করতে একসময় বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আইন অমান্য করা, ট্রাফিক নিয়ম ভাঙা থেকে শুরু করে দুর্নীতি বা রাহাজানি—সবকিছুতেই তার দুঃসাহস বেড়ে যায়।

গোপন পাপের বিস্তার

কুরআনের আলো থেকে দূরে থাকা মানুষের বাহ্যিক জীবন হয়তো অনেক চমত্কার ও ভদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গোপন জীবন পঙ্কিলতায় ভরে যায়। মানুষ যখন জানে যে দুনিয়ার কেউ তাকে দেখছে না, তখন সে ইন্টারনেটে অশ্লীলতা, গোপনে প্রতারণা বা রাতের অন্ধকারে অন্যের ক্ষতি করার মতো কাজে লিপ্ত হয়। জবাবদিহিতার অভাব তার ভেতরের লজ্জা ও পবিত্রতার বোধকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

সামাজিক বিচারহীনতা ও আস্থার সংকট

একটি সমাজে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন থেকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় চলে যায়, তখন সেই সমাজটি ভেতর থেকে ভেঙে পড়ে।

ব্যবসায়ী পণ্যে ভেজাল দেয়, ওজনে কম দেয়।

চাকরিজীবী টেবিলের নিচ দিয়ে ঘুষ নেয়।

বিচারক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করে।

কারণ তারা প্রত্যেকেই ভাবছে, দুনিয়াতে যেহেতু তাদের ধরার কেউ নেই, তাই তারা নিরাপদ। অথচ কুরআন মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—"সেদিন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" এই শিক্ষার অভাবে পুরো সমাজে এক গভীর আস্থার সংকট তৈরি হয়।

মূল কথা: পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি হলো মানুষের প্রবৃত্তির ওপর একটি শক্তিশালী ব্রেক বা লাগাম। কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে যখন এই ব্রেকটি ভেঙে যায়, তখন মানুষ একটি নিয়ন্ত্রণহীন দ্রুতগতির গাড়ির মতো হয়ে পড়ে, যা যেকোনো সময় নিজেকে এবং তার চারপাশের সমাজকে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ধ্বংস করে দিতে পারে।

৫.৪.মানবিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের পতন

যখন কোন মানুষ বা সমাজ কোরআনের শিক্ষা বা আদর্শ থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদের মানবিকতার ভিত ধসে পড়ে এবং চরিত্র এবং চরিত্রের পতন হয়

আচার-ব্যবহারে রুক্ষতা ও অহংবোধের প্রকাশ

কুরআন মানুষকে শিখিয়েছে কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে পৃথিবীতে চলাচল করতে হবে। কুরআনের নির্দেশনা হলো—"তোমরা মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা বলো" এবং "পৃথিবীতে অহংকারভরে পদচারণা করো না।"

যখন জীবনের এই বড় ক্যানভাস থেকে কুরআনের শিক্ষা হারিয়ে যায়, তখন মানুষের স্বভাবের মধ্যে এক ধরণের রুক্ষতা, অহংকার ও কর্কশতা চলে আসে। মানুষ তখন সামান্য বিষয়েই রেগে যায়, অধস্তন বা দুর্বলদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং নিজের ক্ষমতা বা বংশের অহংকারে লিপ্ত হয়। নম্রতা ও বিনয়ের মতো সুন্দর মানবিক গুণগুলো তখন হারিয়ে যায়।

লোভ ও স্বার্থের কাছে সততার বিসর্জন

কুরআন মানুষকে 'আমানতদারী' (বিশ্বাসযোগ্যতা) ও চরম সংকটেও 'সততা' বজায় রাখার তাগিদ দেয়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা যখন অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তখন মানুষের সামনে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দুনিয়াবী লোভ-লালসা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

সামান্য কিছু টাকা, পদমর্যাদা বা বৈষয়িক লাভের জন্য মানুষ অনায়াসে তার সততা, আদর্শ এবং দীর্ঘদিনের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। ফলে সমাজে প্রতারণা, সুযোগসন্ধানী মানসিকতা এবং বিশ্বাসের চরম অবক্ষয় ঘটে।

ক্ষমা ও সহনশীলতার অভাব

কুরআনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো—ক্ষমা, ধৈর্য (সবর) এবং ক্রোধ সংবরণ করা। কুরআন বলে—"যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।"

এই ঐশী দীক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে বর্তমান মানুষের ভেতর থেকে সহনশীলতা বা ধৈর্য পুরোপুরি হারিয়ে যাচ্ছে। আজ সামান্য পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি, রাস্তাঘাটে সামান্য তর্কাতর্কি

বা সামাজিক মতদ্বৈধতার কারণে মানুষ একে অপরের পরম শত্রু হয়ে উঠছে। ক্ষমা করার মানসিকতা না থাকায় প্রতিশোধপরায়ণতা, মামলা-মোকদ্দমা এবং পারস্পরিক হিংস্রতা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।

ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের চেতনা লোপ পাওয়া

কুরআন মানুষকে আদেশ করে নিজের বা নিজের বাবা-মার বিরুদ্ধে গেলেও যেন ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ইনসাফের মানদণ্ড হবে সবার জন্য সমান।

কিন্তু কুরআনি মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে মানুষের চরিত্র 'স্বজনপ্রীতি' এবং 'পক্ষপাতিত্বে' দুষ্ট হয়ে পড়ে। তখন মানুষ নিজের দল, নিজের পরিবার বা নিজের স্বার্থের লোক অন্যায় করলেও তার পক্ষ নেয়, আর বিরোধী বা অপছন্দের কেউ ন্যায়ের পথে থাকলেও তাকে দমনের চেষ্টা করে। এই দ্বিমুখী নীতি একজন মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ডকে পুরোপুরি ভেঙে দেয়।

সহমর্মিতা ও পরোপকারের মানসিকতা ধ্বংস হওয়া

ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম সর্বোচ্চ স্তর হলো 'ইসার'—অর্থাৎ নিজে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করা।

কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষের চরিত্র হয়ে পড়ে চরম ভোগবাদী। তার মূল দর্শন হয়—"আগে আমি বাঁচি, দুনিয়ার বাকিরা যেভাবে ইচ্ছা চলুক।" এই মানসিকতার কারণে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ে, ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয় এবং মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার যে মানবিক তাগিদ, তা মন থেকে মুছে যায়।

মূল কথা: বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা, ডিগ্রি বা আভিজাত্য মানুষকে সামাজিকভাবে সফল দেখাতে পারে, কিন্তু ভেতরের সুন্দর মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কুরআনি নৈতিকতার কোনো বিকল্প নেই। কুরআনের এই পরশ পাথরটি যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তখন মানুষের চরিত্র থেকে 'মানবিকতা' বিদায় নেয় এবং মানুষ কেবলই একটি রক্ত-মাংসের স্বার্থপর যন্ত্রে পরিণত হয়।

৫.৫.পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিপর্যয়

কুরআনি শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে কীভাবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভিত্তি—"পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক" ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তার বিস্তারিত রূপরেখা নিচে আলোচনা করা হলো:

পবিত্র কুরআন কেবল একজন ব্যক্তির একাকী পথচলার গাইড নয়, বরং এটি একটি সুস্থ পরিবার ও সুন্দর সমাজ গঠনের নিখুঁত blue print বা নকশা। কুরআনে মানবীয় সম্পর্কের

প্রতিটি সুতোকে এত চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, সেখান থেকে দূরে সরে গেলেই পুরো সামাজিক কাঠামোতে ধস নামে।

বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি চরম অবহেলা ও 'উফ' বলার সংস্কৃতি

কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে মা-বাবার প্রতি সদয় আচরণের ওপর। সুরা বনী-ইসরাঈলে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বার্ধক্যে তাঁদের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যাতে তাঁদের মুখ থেকে সামান্য 'উফ' শব্দ বের হয়।

কিন্তু আজ কুরআনি শিক্ষার অভাবে পরিবারগুলোতে মা-বাবা সবচেয়ে বড় অবহেলার শিকার। সন্তানরা নিজেদের ক্যারিয়ার, স্ত্রী-সন্তান এবং ব্যক্তিগত সুখ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে, বৃদ্ধ মা-বাবাকে তারা "বোঝা" মনে করতে শুরু করেছে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে সমাজে ওল্ড হোম বা বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। যে মা-বাবা নিজের জীবন বিলিয়ে সন্তানকে বড় করলেন, কুরআনি নৈতিকতাহীন সন্তানরা তাঁদের সামান্য সময় বা শ্রদ্ধা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে।

দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও বিবাহবিচ্ছেদের মহামারি

কুরআন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে গভীর ভালোবাসা, রহমত এবং পরস্পরের 'পোশাক' (যা একে অপরের ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং সৌন্দর্য বাড়ায়) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। একই সাথে সুরা নিসায় নারীদের অধিকার এবং দাম্পত্য কলহ নিরসনের সুনির্দিষ্ট সুন্দর প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে।

কুরআনের এই পারস্পরিক ত্যাগ, ক্ষমা ও শ্রদ্ধার শিক্ষা যখন দাম্পত্য জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি কেবলই একটি 'চুক্তি' বা 'স্বার্থের দ্বন্দ্বে' রূপ নেয়। পরমতসহিষ্ণুতা কমে যাওয়ায় সামান্য অহংকার ও জেদের বশে আজ ঘরে ঘরে পারিবারিক কলহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের (ডিভোর্স) হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে, যার সবচেয়ে বড় মানসিক ভুক্তভোগী হচ্ছে নিষ্পাপ সন্তানরা

সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা না দেওয়া ও অধিকার হরণ

কুরআনে সন্তানদের কেবল খাওয়া-পরা দিয়ে বড় করাই শেষ দায়িত্ব বলা হয়নি, বরং তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বাবা-মাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (যেমন লুকমান হাকিমের উপদেশসমূহ)।

আজকের ভোগবাদী সমাজে বাবা-মায়েরা সন্তানদের জিপিএ-৫ বা বড় ডিগ্রি পাওয়ার পেছনে যতটা অন্ধের মতো ছুটছেন, তাদের ভেতরের 'মানুষ' বা 'নৈতিকতা' জাগ্রত করার ব্যাপারে

ততটাই উদাসীন। কুরআনের এই শিক্ষার অভাবে সন্তানরা বড় হয়ে মা-বাবার অবাধ্য হচ্ছে, মাদকের দিকে ঝুঁকছে এবং কিশোর অপরাধের মতো ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি তৈরি করছে।

রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

কুরআনে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীর ওপর লানত বা অভিশাপের কথা এসেছে।

কুরআনি চেতনা থেকে দূরে থাকার কারণে আজ ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক, বোন-ভাইয়ের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি বা জমির ভাগাভাগি নিয়ে আপন ভাই একে অপরের রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করছে না। বছরের পর বছর একে অপরের সাথে কথা না বলা, হিংসা-বিদ্বেষ পুষে রাখা এবং রক্তের সম্পর্ককে তুচ্ছ মনে করা আজ আমাদের সমাজে অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি দায়হীনতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের আলোকে শিখিয়েছেন, "সে মুমিন নয়, যে নিজে পেটপুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।"

কুরআনের এই সামাজিক সুরক্ষার শিক্ষা না থাকায় আজ আমাদের সমাজ যান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। বহুতল ভবনে পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে কারা থাকছেন, কেউ কোনো বিপদে আছেন কি না—তার খবর নেওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না। সমাজে মাদক, ইভটিজিং বা কোনো অন্যায় হতে দেখলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। "নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব কেন?"—এই মানসিকতার কারণে পুরো সমাজে এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা গ্রাস করছে।

মূল কথা: পরিবার হলো একটি সমাজের হৃদপিণ্ড। কুরআনি আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে যখন এই হৃদপিণ্ডটিই কলুষিত হয়ে যায়, তখন পারস্পরিক ভালোবাসা ও ত্যাগের জায়গা নেয় তীব্র স্বার্থপরতা। ফলে বাহ্যিক চাকচিক্য থাকলেও ভেতরের শান্তি হারিয়ে পরিবারগুলো পরিণত হয় একেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে, আর সমাজ হয়ে ওঠে এক অনিরাপদ অরণ্য।

৫.৬.জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি আসক্তি

কুরআনি শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে কীভাবে একজন মানুষের ভেতর "জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি আসক্তি" তৈরি হয় এবং কীভাবে সে নৈতিকভাবে চরম দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

পবিত্র কুরআনের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো 'ইনসাফ' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং 'জুলুম' বা অন্যায়-অবিচারকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, তিনি জালেমদের পছন্দ করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যখন মানুষের জীবন থেকে কুরআনের এই তীব্র হুশিয়ারি ও ন্যায়ের শাসন হারিয়ে যায়, তখন মানুষের আদিম হিংস্রতা ও ক্ষমতার লোভ জেগে ওঠে। এর ফলে যে নৈতিক বিপর্যয়গুলো ঘটে:

জুলুমের সংজ্ঞা বদলে যাওয়া ও নিজের অজান্তেই জালেম হওয়া

সাধারণত মানুষ মনে করে কেবল শারীরিক নির্যাতন বা বড় কোনো অপরাধ করাই জুলুম। কিন্তু কুরআন আমাদের শেখায়—কারো অধিকার নষ্ট করা, কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, এমনকি কারো মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলাও জুলুমের শামিল।

কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ নিজের অজান্তেই প্রতিদিন অসংখ্য জুলুম করে বসে।

একজন ব্যবসায়ী যখন অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ায়, সে তখন লাখ লাখ মানুষের ওপর জুলুম করে।

একজন কর্মকর্তা যখন তার অধীনস্থ কর্মচারীকে খাটিয়ে সঠিক সময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয় না, সে তখন জুলুম করে।

কুরআনের শিক্ষা না থাকায় মানুষ এই সূক্ষ্ম অথচ ভয়াবহ জুলুমগুলোকে আর 'অপরাধ' মনে করে না, বরং এগুলোকে নিজের অধিকার বা চতুরতা ভেবে বসে।

দুর্বল ও অসহায়দের শোষণ করার মানসিকতা

কুরআন সমাজকে আদেশ করেছে এতিম, মিসকিন, বিধবা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু কুরআনের সুমহান নৈতিকতা যখন হারিয়ে যায়, তখন মানুষের চরিত্র হয়ে পড়ে—"জোর যার মুল্লুক তার"।

মানুষ তখন সহানুভূতির হাত বাড়ানোর বদলে উল্টো দুর্বলদের ওপর নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করতে ভালোবাসে। গরিবের জমি দখল করা, ক্ষমতার দাপটে কাউকে মিথ্যা মামলায়

ফাঁসানো কিংবা অধীনস্থদের ওপর অন্যায় আচরণ করার মাধ্যমে মানুষ এক ধরণের বিকৃত আনন্দ ও অহংকার বোধ করে।

অন্যায়ের প্রতি 'আসক্তি' বা অভ্যস্ততা তৈরি হওয়া

জুলুমের প্রতি আসক্তি এক দিনে তৈরি হয় না। মানুষ যখন প্রথম কোনো অন্যায় করে, তার বিবেক তাকে বাধা দেয়। কিন্তু কুরআন থেকে দূরে থাকা মানুষ যখন তার অন্যায়ের কোনো তাত্ক্ষণিক শাস্তি দুনিয়াতে পায় না, তখন সে ধরে নেয় সে নিরাপদ।

ধীরে ধীরে অন্যায় করাটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। একটা সময় আসে যখন অন্যায় বা দুর্নীতি না করলে তার জীবনকে অপূর্ণ মনে হয়। এই আসক্তির কারণে মানুষ অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স, বাড়ি-গাড়ি এবং ক্ষমতার পরিধি বাড়াতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

৫.৭.নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে চরম দেউলিয়াত্ব

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার অর্থ হলো—একটি জ্বলন্ত বাতিঘর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অমাবস্যার অন্ধকার সমুদ্রে নিজের নৌকা ভাসানো। আজকের পৃথিবীতে আমরা অনেক মানুষকে দেখি যারা সামাজিকভাবে অত্যন্ত সফল, উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান এবং প্রভাবশালী। কিন্তু কুরআনি নৈতিকতার পরশ না থাকায় তাদের ভেতরের মানুষটি থাকে একদম ফাঁপা।

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে যে আরও কিছু গভীর নৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়, তা নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা এবং 'কুফরান ই নিয়ামত'

কুরআন মানুষকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় যে, তার জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সন্তান এবং চারপাশের প্রকৃতি—সবকিছুই আল্লাহর দেওয়া বিশেষ নিয়ামত। কুরআন আমাদের শেখায় অভাবের সময় ধৈর্য ধরতে এবং প্রাচুর্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।

কুরআনের এই আত্মিক পাঠ যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তখন মানুষের স্বভাবের মধ্যে চরম অকৃতজ্ঞতা চলে আসে। মানুষ তখন যা পায়নি তা নিয়ে সবসময় আফসোস ও অভিযোগ করে, আর যা পেয়েছে তার কোনো মূল্যায়ন করে না। এই অকৃতজ্ঞতা মানুষকে লোভী ও অতৃপ্ত করে তোলে এবং একসময় সে নিজের সাফল্যকে সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতা মনে করে অহংকারী হয়ে ওঠে (যেমনটি কারুন করেছিল)।

জিহ্বা ও বাকশক্তির নৈতিক অবক্ষয়

কুরআনে মানুষের মুখের ভাষা ও বাকশক্তি ব্যবহারের ওপর সুনির্দিষ্ট নৈতিক সীমারেখা দেওয়া হয়েছে। যেমন—কারও পেছনে গীবত (পরনিন্দা) না করা, উপহাস বা ঠাট্টা না করা, মন্দ নামে না ডাকা এবং মিথ্যা বা অপবাদ রটনা না করা।

কুরআনের এই কঠোর অনুশাসন থেকে দূরে থাকার কারণে মানুষের জিহ্বা লাগামহীন হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া বা বাস্তব জীবনে পরনিন্দা করা, অন্যকে ট্রোল বা অপমান করা, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করাকে মানুষ বিনোদন বা ফ্যাশন মনে করে। মুখের এই পঙ্কিলতা মানুষের ভেতরের সমস্ত নূর ও শালীনতা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও লজ্জাবোধের বিলুপ্তি

কুরআনের অন্যতম একটি বড় শিক্ষা হলো 'হায়া' বা লজ্জা এবং নিজের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। কুরআন পুরুষ ও নারী উভয়কেই তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার এবং নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করার জোরালো নির্দেশ দেয়।

কুরআনের এই সুরক্ষাকবচ যখন ভেঙে যায়, তখন মানুষের ভেতর থেকে লজ্জাবোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। মানুষ তখন তার পশুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ দাস হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে পর্নোগ্রাফির আসক্তি, পরকীয়া, লিভ-ইন কালচার এবং অবাধ মেলামেশার মতো নৈতিক স্খলনগুলো জ্যামিতিক হারে বাড়ে, যা একটি সুস্থ সমাজব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।

সময়ের অপচয় ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা

কুরআন সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন সময়ের কসম বা শপথ খেয়েছে (যেমন—সুরা আসরে সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে)। কুরআন মানুষকে সচেতন করে যে, দুনিয়ার এই জীবনটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এখানে কাটানো প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব দিতে হবে।

এই শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষের জীবন থেকে সময়ের বরকত চলে যায়। মানুষ তখন উদ্দেশ্যহীন বিনোদন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রোলিং করা, অর্থহীন আড্ডা এবং অনর্থক কাজে নিজের মূল্যবান জীবনকে অপচয় করে। জীবনের কোনো উচ্চতর নৈতিক লক্ষ্য বা মিশন না থাকায় মানুষ এক ধরণের অলস ও লক্ষ্যহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিমুখী নীতি বা মুনাফিকি চরিত্রের বিকাশ

কুরআনে 'মুনাফিক' বা কপট ব্যক্তিদের চরিত্র এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মানুষকে ভেতরে-বাইরে একনিষ্ঠ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

কুরআনের এই জীবন্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষ নিজের অজান্তেই দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে। সে মানুষের সামনে এক রকম ভালো সেজে থাকে, আর আড়ালে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা পাপাচারে লিপ্ত হয়। মুখে বড় বড় নীতির কথা বললেও কাজের বেলায় নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এই দ্বিমুখী নীতি মানুষের ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে এবং সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত দুর্বল করে দেয়।

সারকথা: কুরআনি শিক্ষা কেবল কিছু নিয়মকানুনের সমষ্টি নয়, এটি মানুষের আত্মাকে সুন্দর ও পবিত্র রাখার এক স্বর্গীয় সুধা। এই সুধা থেকে যে মানুষ বঞ্চিত হলো, তার নৈতিক অবক্ষয়ের কোনো শেষ সীমানা থাকে না। সে বাহ্যিক চাকচিক্যময় এক আধুনিক সমাজ তৈরি করলেও, সেখানে শান্তি, নিরাপত্তা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের চরম আকাল দেখা দেয়।

অধ্যায়ঃ৬

৬.১ সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি

সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা একটি অত্যন্ত পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজে এই শিক্ষা এক দিনে বা জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; বরং এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার মূল পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

৬.১.১. নিজের জীবনে আমল ও আদর্শ স্থাপন (নিজেকে দিয়ে শুরু করা)

সমাজে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার প্রথম শর্ত হলো তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দিলে সমাজে তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

কুরআনের বাণী: আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যা নিজে করো না, তা অন্যকে কেন বলো? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বলো যা নিজেরা করো না।" (সূরা আস-সাফ: ২-৩)

হাদীসের আলো: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন।" (সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ, তিনি কুরআনকে নিজের জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে সমাজের সামনে জীবন্ত আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন।

৬.১.২. পরিবার থেকে শিক্ষা শুরু করা

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। প্রতিটি পরিবার যদি কুরআনের শিক্ষায় আলোকিত হয়, তবে পুরো সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যাবে।

কুরআনের বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরীম: ৬)

হাদীসের আলোঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যিনি তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।"(সুনান আত-তিরমিযী)। সন্তানদের শৈশব থেকেই কুরআনের তিলাওয়াত, অর্থ ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া পরিবারের প্রধান দায়িত্ব।

৬.১.৩. প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত (উদার মানসিকতা)

সমাজে কুরআনের শিক্ষা ছড়ানোর জন্য কঠোরতা নয়, বরং নম্রতা ও দূরদর্শিতার আশ্রয় নিতে হবে। মানুষের মন জয় করে কুরআনের দিকে আহ্বান জানাতে হবে।

কুরআনের বাণীঃ "আপনি আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পদ্ধতিতে।" (সূরা আন-নাহলঃ ১২৫)

হাদীসের আলোঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা দ্বীনকে সহজ করো, কঠিন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিমুখ করো না।" (সহীহ বুখারী)

৬.১.৪. নিয়মতান্ত্রিক পঠন-পাঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (মাদরাসা ও শিক্ষা কেন্দ্র)

সমাজে কুরআনের শিক্ষা স্থায়ী করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া জরুরি। মসজিদ, মক্তব ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের কাছে কুরআনের বিশুদ্ধ জ্ঞান পৌঁছে দিতে হবে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যিনি নিজে কুরআন শেখেন এবং অন্যকে তা শেখান।" (সহীহ বুখারী)। সাহাবীগণ মদীনার 'আহলে সুফফা' নামক স্থানে নিয়মিত কুরআনের পাঠ গ্রহণ করতেন।

৬.১.৫. শুধু তিলাওয়াত নয়, অর্থ ও মর্মার্থ অনুধাবনের পরিবেশ তৈরি

কুরআন কেবল বরকতের জন্য পড়ার গ্রন্থ নয়, এটি জীবনের পথনির্দেশিকা। তাই সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য এর অর্থ বোঝা এবং চিন্তাভাবনা (تدبر) করার সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

কুরআনের বাণী: "এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সোয়াদ: ২৯)

৬.১.৬. 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)

সমাজে কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে হলে সামাজিকভাবে ভালো কাজের চর্চা বাড়াতে হবে এবং মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

কুরআনের বাণী: "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে..." (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন তা নিজের হাত (শক্তি) দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে)। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে (এবং তা দূর করার পরিকল্পনা করে)আর এটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" (সহীহ মুসলিম)

সারকথা: সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার মূল সূত্র হলো আদর্শ নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ভালোবাসাপূর্ণ দাওয়াত।" আইন বা জোরাজুরি করে মানুষের মন পরিবর্তন করা যায় না; কিন্তু কুরআনের সৌন্দর্য যখন একজন মুমিনের আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনে প্রকাশ পাবে, তখন সমাজ আপনাআপনিই কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ কেবল তিলাওয়াত শেখানো নয়, বরং মানুষের চিন্তা, চেতনা, আচরণ, আইন এবং সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ছাঁচে ঢেলে সাজানো।

৬.২ কুরআন ও হাদীসের গভীরে প্রবেশ করলে এই সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়াটিকে আরও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়:

৬.২.১. মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক রূপান্তর

সমাজে যেকোনো স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন আগে প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কী জীবনের ১৩ বছর মানুষের আকিদা ও বিশ্বাস শুদ্ধ করার পেছনে ব্যয় করেছিলেন।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি: আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" (সূরা আর-রাদ: ১১)।

পদ্ধতি: সমাজকে প্রথমে বোঝাতে হবে যে কুরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, এটি জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান। মানুষের মনে আখেরাতের জবাবদিহিতা এবং আল্লাহর ভালোবাসার বীজ বুনে দিতে হবে, যেন তারা ভেতর থেকে কুরআনের আইন মানতে চায় ।

৬.২.২. পর্যায়ক্রমিক বা ক্রমান্বয় নীতি (Gradual Implementation)

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে হুট করে সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করতে হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কুরআনের সূরাগুলোর মধ্যে প্রথমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনাসমূহ (আকিদা) নাযিল হয়েছিল। এরপর মানুষ যখন ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো, তখন হালাল ও হারামের বিধান নাযিল হলো। শুরুতে যদি নাযিল হতো তোমরা মদ পান করো না', তবে মানুষ বলত আমরা কখনই মদ ছাড়ব না'।" (সহীহ বুখারী)।

বর্তমান সমাজেও হুট করে কঠোর নিয়ম চাপিয়ে না দিয়ে প্রথমে বুনিয়াদি শিক্ষা ও নৈতিকতা, তারপর ইবাদত এবং সবশেষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে হবে।

৬.২.৩. সর্বস্তরের জন্য কুরআন শিক্ষার আধুনিকায়ন ও সহজীকরণ

কুরআন শিক্ষা যেন কেবল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী সবার জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে।

"আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (সূরা আল-ক্বামার: ১৭)

পদ্ধতি:

কুরআনিক নৈশকালীন কোর্স: কর্মজীবী মানুষের জন্য অফিস বা ব্যবসার পর স্বল্পমেয়াদী কোর্স চালু করা।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: অ্যাপ, পডকাস্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর ও জীবনমুখী শিক্ষা প্রচার করা।

মহিলা মজলিস: নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ পরিবেশে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যবস্থা করা, কারণ একজন শিক্ষিত মা-ই একটি আদর্শ পরিবার গড়তে পারেন।

৬.২.৪. সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

কুরআনের শিক্ষা সমাজে তখনই সমাদৃত হবে, যখন মানুষ দেখবে কুরআনের অনুসরণের ফলে সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ক্ষুধার্ত পেটে নৈতিকতার শিক্ষা কার্যকর হয় না।

কুরআনের বাণী: "যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর: ৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান, তখন বলেছিলেন, "তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।" (সহীহ বুখারী)

পদ্ধতিঃ সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা, যাকাত ও সাদকাহ ভিত্তিক ফান্ড গঠন করে সমাজের দরিদ্র ও ইয়াতীমদের পুনর্বাসন করা। যখন সাধারণ মানুষ দেখবে ইসলাম তাদের অধিকার নিশ্চিত করছে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুরআনের সমাজকে গ্রহণ করবে।

৬.২.৫. যুবসমাজকে কাজে লাগানো ও সাংস্কৃতিক বিকল্প তৈরি

যেকোনো সামাজিক বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। সমাজে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির বিপরীতে কুরআনিক সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

হাদীসের আলোঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) সাত শ্রেণীর মানুষের কথা বলেছেন যারা কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে, তার মধ্যে অন্যতমঃ "সেই যুবক যার যৌবনকাল কেটেছে আল্লাহর ইবাদতে।" (সহীহ বুখারী)

পদ্ধতিঃ যুবকদের জন্য সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা, এবং সমাজসেবামূলক কাজের (যেমনঃ রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, দুস্থদের সাহায্য) আয়োজন করা, যার মূল অনুপ্রেরণা হবে কুরআন।

৬.২.৬. শাসক ও সচেতন মহলের ভূমিকা (Political & Structural Will)

সামাজিকভাবে ব্যাপকভাবে কুরআনের আইন ও শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রভাব অনস্বীকার্য।

কুরআনের বাণীঃ "আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হাজ্জঃ ৪১)

পদ্ধতিঃ দেশের শিক্ষা নীতিতে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা ও নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা। এছাড়া সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী এবং আলেমদের মধ্যে একটি মজবুত সমন্বয় গড়ে তোলা।

৬.৩ একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা:

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনাবলি কেবল ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিময় ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণের শাশ্বত রূপরেখা। কুরআনি শিক্ষার আলোকে একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো:

৬.৩.১. তাওহীদ: সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তি

কুরআনি সমাজের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব। সমাজ যখন এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে একতাবদ্ধ হয়, তখন মানুষের মন থেকে পারস্পরিক দাসত্ব, কৃত্রিম শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার চিরতরে দূর হয়ে যায়। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র কিংবা বংশমর্যাদার দেয়াল ভেঙে সবাই একই সারিতে এসে দাঁড়ায়। এই বিশ্বাস মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানসিক ও সামাজিক স্বাধীনতা দান করে।

৬.৩.২. আদল বা নিরেট ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

একটি আদর্শ সমাজের মেরুদণ্ড হলো পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনো গোত্র বা ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা যেন মানুষকে ইনসাফ বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। কুরআনি সমাজ ব্যবস্থায় আইন সবার জন্য সমান এবং বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। অপরাধী যত প্রভাবশালীই হোক কিংবা নিজের চরম আত্মীয় হোক, আইনের হাত থেকে কারো পার পাওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে সমাজে স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয় এবং দুর্বলরা পায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

৬.৩.৩. বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও জাকাত ব্যবস্থা

কুরআন এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা দেয় যেখানে সম্পদ কেবল ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত বা আবর্তিত হতে পারে না। ফরজ জাকাত, সদকা এবং করজে হাসানার (উত্তম ঋণ) মাধ্যমে ধনীদের সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরিদ্রদের মাঝে প্রবাহিত হয়। সুদের মতো শোষণমূলক প্রথাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে একটি মানবিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়, যা সমাজ থেকে চিরতরে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করে এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনে

৬.৩.৪. সার্বজনীন মানবাধিকার ও নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ

কুরআনি সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা মানে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। বর্ণ, ভাষা বা ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে এখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা হয়। বিশেষ করে, জাহেলি যুগের অন্ধকার দূর করে নারীকে জান-মালের নিরাপত্তা, সম্মানজনক বৈবাহিক জীবন এবং সম্পত্তিতে সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার দিয়ে পুরুষের সমকক্ষ আইনি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩.৫. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও নৈতিক শুদ্ধি

কুরআন সমস্ত বিশ্বাসীদের পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই সমাজে মানুষ একে অপরের সুখ-দুঃখে ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। সমাজকে ভেতর থেকে সুন্দর রাখতে গিবত (পরনিন্দা), কুধারণা, উপহাস, হিংসা ও অহংকারের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে সেখানে স্থান পায় ক্ষমা, পরোপকার এবং সম্প্রীতি, যা সমাজকে একটি সুদৃঢ় পরিবারের রূপ দেয়।

৬.৩.৬. পারিবারিক দৃঢ়তা ও পরবর্তী প্রজন্মের বিকাশ

পরিবার হলো একটি সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবার সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হলে পুরো সমাজই সুশৃঙ্খল হতে বাধ্য। কুরআন পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা ও দয়ার চাদরে আবৃত করেছে। এই পারিবারিক অনুশাসন ও সুশিক্ষার ফলে সমাজে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও পারিবারিক কলহ হ্রাস পায় এবং নতুন প্রজন্ম একটি সুস্থ, নৈতিক ও মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ নিয়ে বেড়ে ওঠে।

৬.৩.৭. 'আমর বিল মা'রুফ': সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ

একটি আদর্শ সমাজ কখনো নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হতে পারে না। কুরআনের অন্যতম মূলনীতি হলো—সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধা দেওয়া। সমাজের প্রতিটি সদস্য নিজের

ভালো থাকার পাশাপাশি চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর রাখতে সদা জাগ্রত থাকে। অন্যায় ও অপরাধ দেখলে সমাজ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করে, যার ফলে অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না এবং অপরাধীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৬.৩.৮. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও চিন্তার স্বাধীনতা

কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল "ইকরা" বা "পড়ো"। এই সমাজ অন্ধ অনুকরণ বা কুসংস্কারের ওপর ভর করে চলে না, বরং জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করে। চিন্তার স্বাধীনতা এবং যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর সভ্যতার দিকে এগিয়ে যায়, যা সমাজকে প্রগতিশীল এবং কুসংস্কারমুক্ত রাখে।

পরিশেষ

কুরআনি শিক্ষার আলোকে গঠিত আদর্শ সমাজ কোনো কাল্পনিক রূপকথা নয়, বরং এটি আত্মিক উন্নয়ন ও বস্তুগত সমৃদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয়। যেখানে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর জবাবদিহিতার ভয় জাগ্রত থাকে, ফলে পুলিশ বা আদালতের চাবুক ছাড়াই সমাজ থেকে অপরাধ দূর হয় এবং পৃথিবী পরিণত হয় শান্তি ও নিরাপত্তার এক অনন্য নীড়ে।

অধ্যায়ঃ৭

৭.১ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায়

কুরআনের পাতায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে নকশা আঁকা হয়েছে, তা অত্যন্ত সুসংহত, বিজ্ঞানসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক। দ্বীন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা কোনো আকস্মিক বিপ্লব বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের নাম নয়; এটি মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

এই মহান পথযাত্রাকে আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে বুঝতে হলে একে আমরা চারটি প্রধান স্তরে এবং এর অন্তর্নিহিত স্বর্ণালী নীতিমালার আলোকে বিন্যস্ত করতে পারি:

স্তরভিত্তিক রূপরেখা: ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কুরআনি পদ্ধতিটি মূলত "নিচ থেকে ওপরে" (Bottom-up Approach) কাজ করে। বীজ থেকে যেভাবে মহীরুহ জন্মায়, এটিও ঠিক তেমন।

[রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক ব্যবস্থা] ↑ (চূড়ান্ত রূপ)

▲

[সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ]

▲

[পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন]

▲

[ব্যক্তি গঠন: ঈমান ও আত্মশুদ্ধি] (ভিত্তিমূল)

১. প্রথম স্তর: ব্যক্তি গঠন

একটি বহুতল ভবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার ভিত্তির ওপর। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হলো মানুষের মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বাস।

আকীদার সংশোধন (Purifying Belief): মক্কী জীবনের দীর্ঘ ১৩ বছর কুরআন কেবল একটি কথাই শিখিয়েছে—সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ। মানুষের মন থেকে দুনিয়ার ভয়, লোভ এবং দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা প্রথম কাজ।

তাযকিয়াতুন নাফস (Self-Purification): নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি, অহংকার ও লোভকে দমন করা। আল্লাহ বলেন:

"কদ আফলাহা মান যাক্কাহা" — "নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করেছে।" (সূরা আশ-শামস: ৯)

২. দ্বিতীয় স্তর: পরিবার গঠন

ব্যক্তি যখন নিজে আল্লাহর অনুগত হয়, তখন তার প্রথম দায়িত্ব হয় তার পরিবারকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করা।

কুরআনের মূলনীতি:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে..." (সূরা আত-তাহরীম: ৬)

বাস্তবায়ন: পরিবারে হালাল উপার্জনকে নিশ্চিত করা, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় বড় করা এবং পারস্পরিক অধিকার ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করা।

৩. তৃতীয় স্তর: সামাজিক সংস্কার

পরিবারগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং কল্যাণের বিস্তার ঘটানো এই স্তরের কাজ।

আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার: সমাজে ভালো কাজের চর্চা বাড়ানো এবং মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সামাজিক সুবিচার (Social Justice): এতিম, মিসকিন ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়, বরং মানুষের অধিকার (হুকুকুল ইবাদ) আদায় করা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (সূরা আল-মাউন দ্রষ্টব্য)।

৪. চতুর্থ স্তর: শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুন

যখন সমাজের সিংহভাগ মানুষ ইসলামকে নিজেদের জীবনবিধান হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তখন সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই মুত্তাকী ও যোগ্য মানুষের হাতে আসে।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি:

"যারা জমিনে ক্ষমতা লাভ করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে..." (সূরা আল-হাজ্জ: ৪১)

অর্থাৎ, ক্ষমতা এখানে ভোগের বস্তু নয়, বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের সেবা করার একটি পবিত্র আমানত।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পাঁচটি সোনালী কুরআনি মূলনীতি

পদ্ধতিগত স্তর বিন্যাসের পাশাপাশি, দ্বীনের কাজ করার সময় কুরআন আমাদের কিছু স্থায়ী পলিসি বা নীতি শিক্ষা দেয়:

১. হিকমাহ ও কোমলতা

উগ্রতা বা কর্কশ ভাষা কখনো মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে না। আল্লাহ স্বয়ং মুসা (আ.)-কে ফেরআউনের মতো স্বৈরাচারের কাছে পাঠানোর সময়ও বলেছিলেন, "তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো।" (সূরা ত্বহা: ৪৪)।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহর দয়াতেই আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

২. কোনো জবরদস্তি বা উগ্রতা নয়

ইসলাম বন্দুকের নল বা তরবারির জোরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে বলেনি। কুরআনের অমোঘ ঘোষণা:

"লা ইকরাহা ফিদ-দ্বীন" — "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো ইসলামের সৌন্দর্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন মানুষ স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে এর ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

৩. পর্যায়ক্রমিক ধারা

ইসলামের বিধানগুলো কিন্তু একদিনে নাজিল হয়নি। মদ হারাম করা, পর্দার বিধান, কিংবা জিহাদের অনুমতি—সবই এসেছে ধাপে ধাপে, মানুষের মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হওয়ার পর। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও হুট করে বড় পরিবর্তনের আশা না করে, সমাজকে ধীরে ধীরে তৈরি করতে হয়।

৪. আল-জামা'আহ বা ঐক্য ও সংগঠন

বিচ্ছিন্নভাবে কখনো দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল দল এবং নেতৃত্ব। কুরআন মুসলমানদের সীসাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা আস-সফ: ৪)

৫. সবর ও তাওয়াক্কুল

দ্বীনের পথে বাধা, সমালোচনা এবং জুলুম আসবেই। এটি নবীগণের সুন্নাত। এই সময়ে উত্তেজিত না হয়ে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। কারণ, ফলাফল আল্লাহর হাতে, আমাদের দায়িত্ব কেবল প্রচেষ্টা চালানো।

সারসংক্ষেপ: আমাদের করণীয়

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কুরআনি শিক্ষার আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায় হলো: "নিজে ইসলাম মেনে চলা, অন্যের কাছে সুন্দর ও প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত পৌঁছানো, সমাজসেবা ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা এবং সমাজে ঐক্য ও শান্তি বজায় রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।"

৭.২ কুরআনি শিক্ষার অভাব ও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা: একটি সামগ্রিক ও গভীর বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক সমাজে যে ধরনের গভীর নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট দেখা যাচ্ছে, তার একটি প্রধান মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক কারণ হলো পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষার অনুপস্থিতি। আমরা কুরআনকে ভক্তি করি, তিলাওয়াত করি, কিন্তু এর জীবনমুখী ও সমাজ সংস্কারমূলক দর্শন থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছি।

নিচে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কুরআনি শিক্ষার অভাবের প্রভাবগুলো অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

৭.২.১. যুবসমাজের অবক্ষয় ও কিশোর গ্যাং কালচার

বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আশঙ্কাজনক চিত্র হলো তরুণ ও কিশোরদের একাংশের বিপথগামিতা।

মাদক ও অপরাধের বিস্তার: পাড়ায়-মহল্লায় গড়ে ওঠা কিশোর গ্যাং, ছিনতাই ও মাদকের মরণকামড় আজ তরুণ সমাজকে ধ্বংস করছে। কুরআন যেখানে স্পষ্ট ভাষায় মাদককে শয়তানের অপবিত্র কাজ বলে ঘোষণা করেছে এবং যুবসমাজকে আত্মশুদ্ধির (তাজকিয়াহ) নির্দেশ দিয়েছে, সেই শিক্ষার অভাবে যুবসমাজ আজ দিশেহারা।

মূল্যবোধের সংকট: বর্তমান ভার্চুয়াল যুগে অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে যুবসমাজ তাদের নিজস্ব আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলছে। কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা কিংবা আসহাবে কাহাফের মতো যুবকদের ইমানি উদ্দীপনার অভাব আজকের তরুণদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে।

৭.২.২. পারিবারিক কাঠামোর ভাঙন ও বৃদ্ধাশ্রমের বিস্তার

বাঙালি সমাজ চিরকালই সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের জন্য পরিচিত ছিল। কিন্তু কুরআনের পারিবারিক দর্শনের অভাবে সেই বন্ধন আজ আলগা হয়ে যাচ্ছে।

মা-বাবার প্রতি অবহেলা: সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের যে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের সামনে 'উফ' শব্দটিও করতে নিষেধ করেছেন, তা আজ সমাজে উপেক্ষিত। আধুনিক ও যান্ত্রিক জীবনের দোহাই দিয়ে মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো বা তাদের খোঁজ না নেওয়ার প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদ: বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। কুরআন যেখানে দাম্পত্য জীবনকে পারস্পরিক 'ভালোবাসা ও দয়ার' (মুয়াদ্দাত ও রাহমাহ) বন্ধন বলেছে এবং সংকটে ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছে, সেই সমঝোতার অভাব আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে অশান্তি তৈরি করছে।

৭.২.৩. সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, সুদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমান্তরালে যে নৈতিক ধস নেমেছে, তার মূলে রয়েছে কুরআনের অর্থনৈতিক বিধান লঙ্ঘন করা।

সুদ ও ঘুষের বৈধতাকরণ: কুরআন সুদকে নিষিদ্ধ করে ব্যবসাকে হালাল করেছে এবং সুদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সুদ ও ঘুষকে এক প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, যা ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও অসহায় করে তুলছে।

পরের হক নষ্ট ও ভেজাল সংস্কৃতি: ওজনে কম দেওয়া, খাদ্যে ও ওষুধে বিষাক্ত ভেজাল মেশানো, এবং সিন্ডিকেট করে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার যে উৎসব চলছে, তা কুরআনের 'মুতাফফিফিন' (যারা মাপে কম দেয়) ও 'আমানত রক্ষা' র শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৭.২.৪. সামাজিক ইনসাফের অভাব ও 'জুলুম' সংস্কৃতি

একটি শান্তিময় সমাজের ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার ও ইনসাফ। কুরআনের মূল বার্তাগুলোর একটি হলো–সব মানুষের জন্য সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

আইনের পক্ষপাতমূলক আচরণ: বর্তমানে সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার নীতি প্রকট হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাবানদের অপরাধ আড়াল হওয়া এবং দুর্বলদের ওপর জুলুমের চিত্র নিত্যদিনের ঘটনা।

তাকওয়ার অভাব: মানুষের মনে যদি এই কুরআনি বিশ্বাস থাকত যে–"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কর্মকাণ্ড দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন অণু পরিমাণ জুলুমেরও হিসাব নেওয়া হবে"—তাহলে সমাজে এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে অন্যায় ও নির্যাতন চালানো সম্ভব হতো না।

৭.২.৫. নারীর মর্যাদা ও অপরাধ প্রবণতা

কুরআন মজিদ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে নারীকে যে সম্মান, অধিকার ও উত্তরাধিকার দিয়েছিল, তা সঠিকভাবে চর্চা না করায় নারী সমাজ আজ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত।

সমাজে একদিকে যেমন নারীর ওপর পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা (যেমন: যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, ইভটিজিং) বন্ধ হচ্ছে না, অন্যদিকে কুরআন নির্দেশিত শালীনতা ও পর্দার বিধানকে আধুনিকতার নামে অবজ্ঞা করার ফলে সামাজিক পঙ্কিলতা আরও বাড়ছে।

৭.২.৬. শিক্ষার সংকীর্ণতা: শুধু 'বরকত' ও 'তিলাওয়াত'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, আমরা কুরআনকে একটি জীবন্ত গাইডবুক বা জীবনবিধান হিসেবে না দেখে একে কেবল 'মৃত মানুষের সওয়াব রেসানি' বা 'ঘর বরকতময় করার' একটি আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ বানিয়ে ফেলেছি।

অর্থ না বুঝে পড়া: দেশের কোটি কোটি মানুষ শৈশবে মক্তবে কুরআন রিডিং পড়তে শেখে, কিন্তু বড় হয়ে এর অর্থ, মর্মার্থ বা বিধান কী–তা জানার চেষ্টা করে না।

সেকুলার ও ধর্মীয় শিক্ষার দূরত্ব: আমাদের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও কুরআনি শিক্ষার সঠিক প্রতিফলন নেই। ফলে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা ব্যবসায় উচ্চশিক্ষা নিয়ে বড় কর্মকর্তা, ডাক্তার বা রাজনীতিবিদ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহর ভয় ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে না।

৭.২.উত্তরন ও সমাধানের পথ:

এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলাদেশকে একটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে:

১. শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন: প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কুরআনের নৈতিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষা (যেমন: সততা, মানবতা, পরোপকার, দেশপ্রেম) বাধ্যতামূলক ও প্রায়োগিক করা।

২. পারিবারিক সচেতনতা: সন্তানকে শুধু জিপিএ-৫ পাওয়ার প্রতিযোগিতায় না নামিয়ে, ছোটবেলা থেকেই কুরআনের গল্প ও আখলাক (চরিত্র) শিক্ষা দেওয়া।

৩. মিডিয়া ও ওলামাদের ভূমিকা: মসজিদ, ওয়াজ মাহফিল এবং গণমাধ্যমগুলোকে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক সমসাময়িক সংকট (যেমন: ভেজাল, দুর্নীতি, কিশোর গ্যাং, নারীর অধিকার) নিয়ে কুরআনের আলোকে সচেতনতা তৈরি করা।

উপসংহার:

কুরআন কেবল কোনো বিশেষ শ্রেণির ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, এটি মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক। যতক্ষণ না বাংলাদেশের মানুষ কুরআনকে জীবনের একমাত্র গাইডবুক হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এর বিধান রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে বাস্তবায়ন করবে, ততক্ষণ সাময়িক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও প্রকৃত টেকসই শান্তি ও নৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

অধ্যায়ঃ৮

কুরআনি শিক্ষার সফলতা

বীজের ভেতর সুপ্ত চারাঁর অংকুরোদগমের পথ উন্মুক্ত থাকলে বীজ থেকে চারাটি খুব সহজে জেগে উঠে। আর যদি মাটির ডেলা তার মুখ চাপা দিয়ে রাখতে চায়, তাহলে সে ওই মাটিকে ঠেলে সরিয়ে হলেও মুখ আগায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাকে এটা করতেই হয়। তার ভেতরে সুপ্ত থাকা উদগ্র বাসনা তাকে টেনে এনে আপন মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। অন্যজন তার জন্য রাস্তা তৈরি করে না দিলে সে নিজেই নিজের জন্য রাস্তা তৈরি করে নেয়। সোজা কথায় তার পথচলা কখনো থেমে যায় না। সে কোনো-না-কোনোভাবে পথ করে নেয়। মুক্ত পরিবেশে নির্মল আলো-বাতাসে একসময় সতেজ পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠে।

আরবিতে সফলতাকে বলা হয় ফালাহ (فَلَاح)। আযানে মুয়াযযিন আহ্বান করে– হাইয়া আলাল ফালাহ! এসো সফলতার পথে। এই শব্দের মূল অর্থ আসলে বিদীর্ণ করা, ছিঁড়ে ফেলা। মাটির তলায় থাকা বীজ মাটির বাধাকে বিদীর্ণ করে নিজের মাথা আলোকিত পৃথিবীর সামনে উঁচু করে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত থেকেই শব্দটির উৎপত্তি। আরবিতে কৃষককে ফাল্লাহুন (فَلَّاح) বলার কারণও এটাই। কারণ, কৃষক লাঙল দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করে জমিনে বীজ বপন করে।

এর থেকে থেকেই বুঝে আসে, প্রতিটি সফলতার সাথে নানা রকম ঝড়-ঝাপটা আর বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে আসার একটা ব্যাপার কোনো-না-কোনোভাবে থাকেই। সফলতা মানেই একটা সংগ্রামী পথ পাড়ি দিয়ে আসা। অনেক বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা।

সূরা শামসে বলা হয়েছে,

নফসকে যে পরিশুদ্ধ করেছে সে সফলতা লাভ করেছে।[৯৮] সূরা শামস, ৯১ : ৯

নফসকে পরিশুদ্ধ করা যে বিরাট পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা (أَفْلَحَ) শব্দ থেকে আমরা বুঝতে পারি। 'আফলাহা' শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একখানা আত্মপরিশুদ্ধ মানুষের সংগ্রামের গল্প। সহজে আমাদের অন্তরের কলুষতা, ইবলিসের মন্ত্রমুগ্ধ ধাক্কা মেরে গুনাহের গর্তে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা, খারাপ ভাবলে বিবেক সংকীর্ণ হওয়ার অজানা আশঙ্কা, নিজ পরিবার ও সমাজের

নানাবিধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কটূকথা হজম করার পরও আরও বড় কিছুর মোকাবিলা করে তারপর নিজেকে পরিশুদ্ধ মানুষের কাতারে দাঁড় করাতে হয়।

আসহাবে কাহফ যখন মুশরিক বাদশার জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য জনপদ থেকে বহুদূরে নির্জন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তাদের একজন অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল,

"তারা যদি তোমাদের কথা জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তাদের ধর্মমতে ফিরিয়ে নেবে; আর এটা হলে তো তোমরা কখনই সফল হবে না।[৯৯]

তার মানে, সফল হতে হলে মুশরিক বাদশার ধর্মে ফেরা যাবে না। আর এক্ষেত্রে কত ধরনের বিপদের সঙ্গে যে লড়াই করতে হবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানেও সফলতা লাভের জন্য কঠিন সংগ্রামের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

সূরা আম্বিয়ায় সেই সকল মুমিনদের সফল বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে বেশ কিছু গুণাবলী পাওয়া যায়। সেগুলো হলো–

১. সালাতে মনোযোগী ও যত্নবান

২. অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা

৩. সঠিকভাবে যাকাত আদায়কারী

৪. লজ্জাস্থান হিফাযতকারী

৫. আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী

এই সবগুলো কাজই কষ্টসাধ্য। এগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে গেলে একটি অদৃশ্য লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এর ফলও আবার বেশ সুমিষ্টি। কারণ, যে কাজে পরিশ্রম বেশি, সেটাতে পারিশ্রমিকও অধিক। যারা ওপরের পরিশ্রমগুলো করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা সবচেয়ে উন্নত জান্নাতুল ফিরদাউসে চিরকাল থাকবে। একজন মানুষের জন্য এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে।

অধ্যায়ঃ ৯

৯.১ গবেষণার আলোকে সুপারিশমালা (Recommendations)

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরত্বের কারণে সমাজে যে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় তৈরি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য একক কোনো প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এই গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো:

১. পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার সূচনা

শৈশব থেকেই চর্চা: সন্তানকে কেবল কুরআন তিলাওয়াত শেখানোর পাশাপাশি তার অর্থ, মর্ম এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োগ সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে।

আদর্শ পারিবারিক পরিবেশ: পিতা-মাতাকে নিজেদের জীবনে কুরআনের নৈতিকতা (যেমন: সত্যবাদিতা, সততা ও বড়দের শ্রদ্ধা করা) বজায় রেখে সন্তানদের সামনে বাস্তব উদাহরণ বা রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার

নৈতিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন: স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামীয়াত বা ধর্মীয় শিক্ষাকে কেবল মুখস্থনির্ভর না করে, কুরআনের সামাজিক ও নৈতিক বিধানগুলোকে (যেমন: মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা, প্রতিবেশীর অধিকার) আধুনিক প্রেক্ষাপটে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।

কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের আধুনিকায়ন: মসজিদ ও মাদ্রাসাকেন্দ্রীক মক্তব শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা।

৩. সামাজিক সচেতনতা ও ওলামাদের ভূমিকা:সামাজিক প্রচারণামূলক কার্যক্রম: যুবসমাজকে অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে পাড়া-মহল্লায় কুরআনভিত্তিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং নৈতিক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা।

খুতবা ও বয়ানের আধুনিকায়নঃ মসজিদের সম্মানিত খতিব ও ওলামাগণ যেন জুমার খুতবায় সমসাময়িক সামাজিক ব্যাধি (যেমনঃ দুর্নীতি, মাদক, পারিবারিক কলহ, সাইবার অপরাধ) নিয়ে কুরআনের আলোকে দিকনির্দেশনামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন।

৪. ডিজিটাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

মানসম্মত কনটেন্ট তৈরিঃ তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ যেহেতু ডিজিটাল মাধ্যমে সক্রিয়, তাই সোশ্যাল মিডিয়া (ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি) এবং ক্যানভার মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কুরআনের নৈতিক বাণীগুলো ছোট ছোট গল্প, অ্যানিমেশন ও নান্দনিক ভিজ্যুয়াল ডিজাইনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া।

মোবাইল অ্যাপস ও ব্লগিংঃ কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের সমাধান সহজে খোঁজার জন্য আধুনিক ও ইউজার-ফ্রেন্ডলি অ্যাপ বা ব্লগ সাইট তৈরি করা।

৫. রাষ্ট্রীয় ও আইনি কাঠামোতে নৈতিকতার মূল্যায়ন

দুর্নীতি ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানঃ কুরআন নির্দেশিত সামাজিক ন্যায়বিচার ও আমানতদারিতার নীতি বাস্তবায়নে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশঃ গণমাধ্যম ও বিনোদন জগতে এমন বিষয়বস্তু প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া, যা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে এবং কুরআনি দর্শনের এই সুপারিশগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনকে কেবল একটি বরকতময় গ্রন্থ হিসেবে না দেখে, একে দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান এবং চরিত্র সংশোধনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা।

৯.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

বর্তমান গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করা হলেও, এর পরিধি ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

তাত্ত্বিক ও গুণগত নির্ভরতা (Qualitative and Theoretical Nature): এই গবেষণাটি মূলত গুণগত বা বর্ণনামূলক (Qualitative) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ক্ষতিগুলোকে তাত্ত্বিক ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত বা পরিসংখ্যানের (Empirical/Quantitative Data) অভাবের কারণে এই ক্ষতির গভীরতা সবক্ষেত্রে গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা (Data Collection Constraints): বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে কেবল ধর্মীয় দূরত্বের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক সংস্কৃতিরও গভীর প্রভাব রয়েছে। সীমিত সময়ের কারণে এই সমস্ত বিষয়ের আপেক্ষিক প্রভাবকে আলাদা আলাদা সমীকরণ বা সমীক্ষার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে যাচাই করা যায়নি।

নমুনায়নের সীমাবদ্ধতা (Sampling Limitation): যদি এই গবেষণায় কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বয়সীদের ওপর জরিপ চালানো হয়ে থাকে, তবে তা পুরো দেশের বা সমাজের সামগ্রিক চিত্রকে শতভাগ নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত নাও করতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার ওপর কুরআনি শিক্ষার প্রভাবের মাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে, যা আরও বড় পরিসরে গবেষণার দাবি রাখে।

প্রায়োগিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা: একজন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে কুরআনের কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং তা মানসিকভাবে তার আচরণে কতটুকু প্রভাব ফেলছে–তা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্বের বিষয়। মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ ও প্রযুক্তির অভাব এই গবেষণায় ছিল।

সমসাময়িক আধুনিক গবেষণার ঘাটতি: কুরআনি শিক্ষা ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মেলবন্ধনে সাম্প্রতিক সময়ে পর্যাপ্ত মাঠপর্যায়ের গবেষণামূলক সাহিত্য বা পূর্ববর্তী কাজের (Literature

Review) সীমাবদ্ধতা ছিল, যা এই গবেষণাকে আরও বেশি বৈচিত্র্যময় করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে।

ভবিষ্যৎ গবেষণার তাগিদ: এই সীমাবদ্ধতাগুলো থাকা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণাটি সমাজ ও নৈতিকতার মূল সংকটকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের ওপর আরও বড় পরিসরে কেস স্টাডি (Case Study) এবং মাঠপর্যায়ের জরিপ (Field Survey) পরিচালনা করলে এই সংকটের আরও নিখুঁত ও প্রায়োগিক সমাধান বের করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনি শিক্ষা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, বরং এটি মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ, আত্মশুদ্ধি এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের শাশ্বত সংবিধান। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, ঐশী এই নির্দেশনা থেকে বিচ্যুতি সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আল-কুরআনের নৈতিক আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই সমকালীন সমাজে অপরাধপ্রবণতা, পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। মানুষ যখন স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান ভুলে কেবল বস্তুগত উন্নয়নকে প্রগতির মাপকাঠি বানায়, তখন সমাজ থেকে দয়া, সততা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য হারিয়ে যায় এবং স্থান করে নেয় চরম স্বার্থপরতা ও অস্থিরতা।

তাই বর্তমান কলুষিত সামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো আল-কুরআনের আলোয় ফিরে আসা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুরআনি শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং এর বাস্তব প্রয়োগ আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। তরুণ প্রজন্মকে এই শিক্ষার রসে সিক্ত করতে পারলে একদিকে যেমন আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি একটি শান্তিময়, বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অতএব, সামাজিক পতন রোধ এবং নৈতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কুরআনি শিক্ষার মূলধারায় প্রত্যাবর্তনই হোক আমাদের একমাত্র অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র কুরআন। অনুবাদ: মুহাম্মাদ তাকীউদ্দীন আল-হিলালী ও মুহাম্মাদ মুহসিন খান। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ১৯৯৬।

২. আল-বুখারী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল। সহীহ আল-বুখারী। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। সহীহ মুসলিম। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ২০০৭।

৪. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস। সুনান আবু দাউদ। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ২০০৮।

৫. আত-তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবন ঈসা। জামে আত-তিরমিযী। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ২০০৭।

৬. ইবন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ। সুনান ইবন মাজাহ। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ২০০৭।

৭. ইউসুফ আল-কারযাভী। ইসলামে হালাল ও হারাম। কায়রো: আল-ফালাহ ফাউন্ডেশন, ২০০১।

৮. সাইয়্যিদ কুতুব। ফী জিলালিল কুরআন (কুরআনের ছায়াতলে)। কায়রো: দারুশ শুরূক, ২০০৩।

৯. সাইয়্যিদ কুতুব। মা'আলিম ফিত তারীক (মাইলস্টোন)। কায়রো: দারুশ শুরূক, ২০০৬।

১০. আবুল আ'লা মওদূদী। তাফহীমুল কুরআন (কুরআন অনুধাবনের পথে)। লেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

১১. ইবন কাসীর, ইসমাঈল ইবন উমর। তাফসীর ইবন কাসীর। রিয়াদ: দারুস সালাম প্রকাশনী, ২০০০।

১২. আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইবন জারীর। জামিউল বায়ান ফি তা'ওয়ীলিল কুরআন। বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯।

১৩. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী। ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন। বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ২০০৪।

১৪. ফজলুর রহমান। কুরআনের প্রধান বিষয়সমূহ। শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ২০০৯।

১৫. জন এল. এসপোসিটো। ইসলাম: সরল পথ। নিউইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬।